Visit http://www.asram.org

যোশুয়া

জনগণের পরিচালনায় নিযুক্ত যোশুয়া

১ প্রভুর দাস মোশীর মৃত্যুর পর প্রভু মোশীর সহকর্মী নূনের সন্তান যোশুয়াকে বললেন, ২ ‘আমার দাস মোশীর মৃত্যু
হয়েছে। এখন ওঠ, তুমি আর এই গোটা জনগণ এই যর্দন পার হও, এবং যে দেশ আমি তাদের—ইস্রায়েল
সন্তানদেরই—দিতে যাচ্ছি, সেই দেশের দিকে রওনা হও। ৩ যে সকল জায়গায় তোমরা পা বাড়াবে, আমি সেই সকল
জায়গা তোমাদের দিয়েছি—যেমনটি মোশীকে বলেছিলাম। ৪ মরুপ্রান্তর ও লেবানন থেকে মহানদী সেই ইউফ্রেটিস
পর্যন্ত হিত্তীয়দের সমস্ত দেশ, এবং পশ্চিমদিকে মহাসমুদ্র পর্যন্তই তোমাদের এলাকা হবে। ৫ তোমার জীবনের সমস্ত
দিন ধরে কেউ তোমার সামনে দাঁড়াতে পারবে না; আমি যেমন মোশীর সঙ্গে সঙ্গে ছিলাম, তেমনি তোমার সঙ্গে
সঙ্গে থাকব; আমি তোমাকে ছাড়ব না, তোমাকে ত্যাগ করব না। ৬ বলবান হও, সাহস ধর; কেননা আমি যে দেশ
দেব বলে এদের পিতৃপুরুষদের কাছে শপথ করেছি, তা তুমিই এই জনগণের অধিকারে এনে দেবে। ৭ তুমি শুধু
বলবান হও ও অধিক সাহস ধর; আমার দাস মোশী তোমার জন্য যে বিধান জারি করেছে, তুমি সেই সমস্ত বিধান
সযত্নে পালন কর; তা থেকে ডানে বা বামে সরো না, তবেই তুমি যেইখানে যাও না কেন, সেখানে সফল হবে। ৮ এই
বিধানের পুস্তক তোমার মুখ থেকে দূরে না যাক; তুমি দিনরাত তা জপ করে চল, তার মধ্যে যা লেখা রয়েছে, তা
যেন সযত্নে পালন করতে পার; তবেই তোমার সমস্ত পথে কৃতকার্য হবে, তবেই সফল হবে। ৯ আমি কি তোমাকে
এই আজ্ঞা দিইনি: তুমি বলবান হও ও সাহস ধর? তাহলে তত ভয় করো না, নিরাশ হয়ো না; কেননা যেইখানে
তুমি যাও না কেন, সেখানে তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন।’

যর্দন পারাপার প্রস্তুতি

১০ তখন যোশুয়া জনগণের শাস্ত্রীদের আজ্ঞা করলেন, ১১ ‘তোমরা শিবিরের মধ্য দিয়ে গিয়ে লোকদের এই আজ্ঞা
দাও: খাবার যোগাও, কেননা তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু তোমাদের অধিকারে যে দেশ দিতে যাচ্ছেন, সেখানে গিয়ে
তা অধিকার করার জন্য তিন দিনের মধ্যে তোমাদের এই যর্দন পার হয়ে যেতে হবে।’

১২ পরে যোশুয়া রূবেনীয়দের, গাদীয়দের ও মানাসের অর্ধেক গোষ্ঠীকে বললেন, ১৩ ‘প্রভুর দাস মোশী তোমাদের
যে আজ্ঞা দিয়েছিলেন, তা মনে রেখ; তিনি বলেছিলেন, তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু তোমাদের বিশ্রাম দিচ্ছেন, তিনি
এই দেশ তোমাদের দান করছেন। ১৪ মোশী যর্দনের ওপারে তোমাদের জন্য যে দেশ নির্ধারণ করেছেন, তোমাদের
বধূরা, ছেলেমেয়ে ও পশুপাল সেই দেশে থাকবে; কিন্তু তোমরা, বলবান বীরযোদ্ধা যারা, তোমরা সকলে অস্ত্রসজ্জিত
হয়ে তোমাদের ভাইদের আগে আগে পার হয়ে যাবে ও তাদের ততদিন সাহায্য করবে, ১৫ যতদিন না প্রভু তোমাদের
মত তোমাদের ভাইদেরও বিশ্রাম দেন, আর পরমেশ্বর প্রভু যে দেশ তাদের দিচ্ছেন, তারাও সেই দেশ অধিকার করে
নেয়। তবেই তোমরা, যর্দনের ওপারে সূর্যোদয়ের দিকে প্রভুর দাস মোশী যে দেশ তোমাদের অধিকারে দিয়েছেন,
সেখানে ফিরে এসে তা দখল করবে।’ ১৬ তারা উত্তরে যোশুয়াকে বলল, ‘তুমি আমাদের যা কিছু আজ্ঞা করেছ,
আমরা সেই সবই করব; তুমি যেইখানে আমাদের পাঠাবে, সেইখানে আমরা যাব। ১৭ আমরা যেমন মোশীর প্রতি
সবকিছুতে বাধ্য ছিলাম, তেমনি তোমার প্রতি বাধ্য থাকব; শুধু একটা কথা, তোমার পরমেশ্বর প্রভু যেমন মোশীর
সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন, তেমনি তোমারও সঙ্গে সঙ্গে থাকুন। ১৮ যে কেউ তোমার আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ করবে, এবং তুমি
যা আজ্ঞা করবে তাতে বাধ্যতা দেখাবে না, তার প্রাণদণ্ড হবে। তুমি শুধু বলবান হও ও সাহস ধর।’

যেরিখোতে প্রেরিত গুপ্তচর

২ পরে নূনের সন্তান যোশুয়া সিত্তিম থেকে পরিদর্শনের জন্য দু’জন লোককে গোপনে পাঠালেন; তাদের বললেন,
‘ওই অঞ্চল ও যেরিখোতে গিয়ে খোঁজ-খবর নিয়ে এসো।’ তারা গিয়ে রাহাব নামে এক বেশ্যার ঘরে ঢুকে সেখানে
রাত কাটাল। ২ কিন্তু যেরিখোর রাজাকে বলা হল, ‘দেখুন, অঞ্চল পরিদর্শন করতে ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্য থেকে
কয়েকটা লোক আজ রাতে এখানে এসেছে।’ ৩ তখন যেরিখোর রাজা রাহাবকে একথা বলে পাঠালেন: ‘যে লোকেরা
তোমার কাছে এসে তোমার ঘরে ঢুকেছে, তাদের বের করে দাও, কারণ তারা সমস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করতে
এসেছে।’ ৪ তখন সেই স্ত্রীলোক ওই দু’জনকে নিয়ে লুকিয়ে রাখার পর বলল, ‘হ্যাঁ, সেই লোকেরা আমার কাছে
এসেছিল বটে; কিন্তু তারা কোথাকার লোক, তা আমি জানতাম না। ৫ অন্ধকার হলে নগরদ্বার বন্ধ করার একটু আগে
সেই লোকেরা চলে গেল; তারা কোথায় গেল, আমি জানি না। আপনারা তাদের পিছনে সঙ্গে সঙ্গে ধাওয়া করুন,
তবে তাদের ধরতে পারবেন।’

৬ কিন্তু স্ত্রীলোকটি তাদের ছাদের উপরে নিয়ে গিয়ে সেখানে তার জমিয়ে রাখা মসিনার ডাঁটার মধ্যে লুকিয়ে
রেখেছিল। ৭ ওই লোকেরা যর্দনের পথে পারঘাটের দিকে তাদের পিছনে ধাওয়া করল; আর যারা তাদের পিছনে
ধাওয়া করতে গেল, সেই লোকেরা বের হওয়ামাত্র নগরদ্বার বন্ধ করা হল। ৮ সেই দু’জন গুপ্তচর তখনও শোয়নি,
এমন সময় ওই স্ত্রীলোক ছাদের উপরে তাদের কাছে গেল; ৯ তাদের বলল, ‘আমি জানি, প্রভু এই দেশ তোমাদেরই

দিয়েছেন; এও জানি যে, তোমরা যে মহাবিভীষিকা ছড়িয়ে দিয়েছ, তা আমাদের উপরে এসে পড়েছে, ও তোমাদের
আগমনে এই দেশের অধিবাসী সমস্ত লোক বিচলিত হয়েছে; ১০ কেননা মিশর থেকে তোমরা বেরিয়ে আসার সময়ে
প্রভু তোমাদের সামনে কেমন করে লোহিত-সাগরের জল শুষ্ক করেছিলেন, এবং তোমরা যর্দনের ওপারের সেই
সিহোন ও ওগ নামে আমোরীয়দের দুই রাজার বিরুদ্ধে যা করেছ, তাদের যে বিনাশ-মানতের বস্তু করেছ, এই সমস্ত
কথা আমরা শুনলাম। ১১ আর শোনামাত্র আমাদের হৃদয় বিচলিত হল, আর এখন তোমাদের সামনে দাঁড়াবে, এমন
সাহস কারও নেই, কারণ তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু যিনি, ঊর্ধ্বে সেই স্বর্গে ও নিচে এই মর্তে তিনিই পরমেশ্বর।
১২ এখন তোমরা আমার কাছে প্রভুর দিব্যি দিয়ে শপথ কর যে, আমি যেমন তোমাদের প্রতি সহৃদয়তা দেখালাম,
তেমনি তোমরাও আমার পিতৃকুলের প্রতি সহৃদয়তা দেখাবে; তাই আমাকে একটা নিশ্চিত চিহ্ন দাও যে ১৩ তোমরা
আমার পিতামাতা, ভাইবোন ও তাদের সমস্ত সম্পদ বাঁচাবে ও মৃত্যু থেকে আমাদের রেহাই দেবে।' ১৪ সেই দু'জন
লোক তাকে বলল, 'তোমরা যদি আমাদের এই কাজের কথা প্রকাশ না কর, তোমাদের বিনিময়ে আমাদের প্রাণ
যাক! আর যখন প্রভু এই দেশ আমাদের দেবেন, তখন আমরা তোমার প্রতি সহৃদয়তা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে ব্যবহার
করব।'
১৫ তখন সে জানালা দিয়ে একটা দড়ি দিয়ে তাদের নামিয়ে দিল, কেননা তার ঘর নগরপ্রাচীরের গায়ে ছিল;
আসলে সে নগরপ্রাচীরের উপরেই বাস করত। ১৬ সে তাদের বলল, 'যারা তোমাদের পিছনে ধাওয়া করতে গেল,
তোমরা যেন ঠিক তাদের সামনেই না পড়, এজন্য পর্বতের দিকে যাও; যারা তোমাদের পিছনে ধাওয়া করতে গেল,
তারা ফিরে না আসা পর্যন্ত তোমরা সেখানে তিন দিন লুকিয়ে থাক; পরে তোমাদের পথে চলে যাও।' ১৭ সেই
লোকেরা তাকে বলল, 'তুমি আমাদের যে শপথ করিয়েছ, আমরা তা এইভাবে পূরণ করব: ১৮ শোন, তুমি যে
জানালা দিয়ে আমাদের নামিয়ে দিলে, আমরা এই দেশে আসবার সময়ে তুমি সেই জানালায় এই সিঁদুর-লাল সুতোর
দড়ি বেঁধে রাখবে, এবং তোমার পিতামাতাকে ও ভাইদের এবং তোমার সমস্ত পিতৃকুলকে তোমার এই ঘরে সংগ্রহ
করে আনবে। ১৯ যে কেউ তোমার ঘরের দরজার বাইরে গিয়ে রাস্তায় পা বাড়াবে, তার রক্তপাতের দন্ড তারই মাথায়
নেমে পড়বে, আমরা নির্দোষ হব; কিন্তু যে কেউ তোমার সঙ্গে ঘরের মধ্যে থাকে, তার উপরে যদি কেউ হাত বাড়ায়,
তবে তার রক্তপাতের দন্ড আমাদেরই মাথায় নেমে পড়বে। ২০ কিন্তু তুমি যদি আমাদের কাজের কথা প্রকাশ কর,
তবে আমাদের যে শপথ করিয়েছ, আমরা তা থেকে মুক্ত হব।' ২১ সে বলল, 'তোমরা যেমন বলেছ, সেইমত হোক।'
সে তাদের বিদায় দিলে তারা রওনা হল, এবং সে ওই সিঁদুর-লাল দড়ি জানালায় বেঁধে দিল।
২২ তারা গিয়ে পর্বতে এসে পৌঁছল, আর যারা তাদের পিছনে ধাওয়া করতে গিয়েছিল, তাদের ফিরে না আসা
পর্যন্ত তারা তিন দিন সেখানে থাকল। তাদের পিছনে যারা ধাওয়া করতে গিয়েছিল, তারা সবদিকেই তাদের খোঁজ
করেছিল, কিন্তু তাদের পায়নি। ২৩ তখন সেই দু'জন লোক আবার পর্বত থেকে নেমে এল, ও যর্দন পার হয়ে নূনের
সন্তান যোশুয়ার কাছে এসে উপস্থিত হল, এবং তাদের যা যা ঘটেছিল, তাঁকে তার বিবরণ দিল। ২৪ তারা যোশুয়াকে
বলল, 'সত্যিই প্রভু এই সমস্ত দেশ আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন; হ্যাঁ, দেশের অধিবাসীরা আমাদের আগমনে
বিচলিত!'

যর্দন পারাপার

৩ খুব সকালে উঠে যোশুয়া সমস্ত ইস্রায়েল সন্তানদের সঙ্গে সিত্তিম থেকে রওনা হয়ে যর্দনের ধারে এসে পৌঁছলেন;
পার হওয়ার আগে তারা সেইখানে শিবির বসাল। ২ তিন দিন পর অধ্যক্ষেরা শিবিরের মধ্য দিয়ে গেলেন; ৩ তাঁরা
লোকদের এই আজ্ঞা দিলেন: 'তোমরা যখন তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষা ও লেবীয় যাজকদের তা বইতে
দেখবে, তখন তোমাদের জায়গা ছেড়ে তার পিছু পিছু যাবে; ৪ এভাবে তোমাদের যে কোন্ পথে যেতে হবে, তা
জানতে পারবে, কেননা এর আগে তোমরা এই পথ দিয়ে কখনও যাওনি; তথাপি মঞ্জুষাটির ও তোমাদের মধ্যে
আনুমানিক দু'হাজার হাত ফাঁক রাখতে হবে: তার কাছাকাছি যাবেই না।'
৫ জনগণকে যোশুয়া বললেন, 'নিজেদের পবিত্রিত কর, কারণ আগামীকাল প্রভু তোমাদের মধ্যে আশ্চর্য
কর্মকীর্তি সাধন করবেন।' ৬ যাজকদের যোশুয়া বললেন, 'সন্ধি-মঞ্জুষা তুলে নিয়ে জনগণের আগে আগে পার হও।'
তারা সন্ধি-মঞ্জুষাটিকে তুলে নিয়ে জনগণের পুরোভাগে গেল।
৭ তখন প্রভু যোশুয়াকে বললেন, 'আজই আমি গোটা ইস্রায়েলের চোখে তোমাকে মহান করতে আরম্ভ করব,
যেন তারা জানতে পারে যে, আমি যেমন মোশীর সঙ্গে সঙ্গে ছিলাম, তেমনি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব। ৮ যে
যাজকেরা সন্ধি-মঞ্জুষা বয়, তাদের তুমি এই আজ্ঞা দেবে: যর্দনের জলের ধারে এসে পৌঁছলে তোমরা যর্দনে দাঁড়িয়ে
থাকবে।' ৯ আর ইস্রায়েল সন্তানদের যোশুয়া বললেন, 'এগিয়ে এসো, তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর আদেশবাণী শোন।'
১০ যোশুয়া বলে চললেন, 'জীবনময় ঈশ্বর যে তোমাদের মধ্যে উপস্থিত, এবং কানানীয়, হিত্তীয়, হিব্বীয়, পেরিজীয়,
গির্গাশীয়, আমোরীয় ও যেবুসীয়দের তোমাদের সামনে থেকে নিশ্চয়ই দেশছাড়া করবেন, তা তোমরা এ দ্বারা জানতে
পারবে। ১১ দেখ, সারা পৃথিবীর প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষা তোমাদের সামনে যর্দনে যাচ্ছে! ১২ এখন তোমরা ইস্রায়েলের
গোষ্ঠীগুলির মধ্য থেকে, এক এক গোষ্ঠীর মধ্য থেকেই এক একজন করে, বারোজন লোককে বেছে নাও। ১৩ সারা
পৃথিবীর পরমেশ্বর প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষার বাহক সেই যাজকদের পদতল যর্দনের জল স্পর্শ করামাত্র যর্দনের জল দু'ভাগ
হয়ে যাবে: উপর থেকে যে জলস্রোত নিচের দিকে বয়ে আসছে, তা এক রাশি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।'

১৪ যখন জনগণ যর্দন পার হবার জন্য নিজ নিজ তাঁবু থেকে রওনা হল, তখন যারা সন্ধি-মঞ্জুষা বইছিল, সেই
যাজকেরা জনগণের আগে আগে চলছিল। ১৫ মঞ্জুষার বাহকেরা যখন যর্দনের কাছে এসে পৌঁছল ও মঞ্জুষার বাহক
সেই যাজকদের পা জলের মাত্রা পর্যন্ত নেমে গেল,—বাস্তবিক ফসল কাটার সমস্ত সময় ধরে সমস্ত তীরের উপরেই
যর্দনের জলস্ফীতি হয়,—১৬ তখন উপর থেকে বয়ে আসা সমস্ত জলস্রোত দাঁড়াল ও বেশ জায়গা জুড়ে, সার্তানের
নিকটবর্তী আদামা শহরের কাছেই, এক রাশি হয়ে স্থির হয়ে থাকল; অপরদিকে, যে জলস্রোত আরাবা নিম্নভূমির
সমুদ্রে অর্থাৎ লবণ-সাগরে নেমে যাচ্ছিল, তা সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেল, আর জনগণ যেরিখোর সামনেই পার হল।
১৭ প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষার বাহক সেই যাজকেরা যর্দনের মাঝখানে শুকনা মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকল, আর ইতিমধ্যে
গোটা ইস্রায়েল শুকনা মাটির উপর দিয়ে পার হতে থাকল যতক্ষণ না গোটা জনগণ, শেষজন পর্যন্তই, যর্দন পার হয়ে
গেল।

পারাপারের স্মরণ-চিহ্নরূপে বারোটা পাথর স্থাপন

৪ গোটা জাতির মানুষ যর্দন পারাপার শেষ করার পর প্রভু যোশুয়াকে বললেন, ২ 'তোমরা জনগণের মধ্য থেকে, এক
একটা গোষ্ঠীর মধ্য থেকে এক একজন করে, বারোজন লোককে বেছে নাও, ৩ তাদের এই আজ্ঞা দাও: তোমরা
এখান থেকে, যর্দনের এই মাঝখান থেকে—যাজকদের পা যেখানে স্থির আছে, সেইখান থেকে বারোটা পাথর তুলে
তোমাদের সঙ্গে পারে নিয়ে যাও, আজ রাতে যেখানে শিবির বসাবে, সেইখানে সেই পাথরগুলো দাঁড় করাও।'
৪ যোশুয়া ইস্রায়েল সন্তানদের প্রতিটি গোষ্ঠী থেকে এক একজন করে যে বারোজনকে বেছে নিয়েছিলেন, কাছে ডেকে
৫ তাদের বললেন, 'তোমরা তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর মঞ্জুষার আগে আগে যর্দনের মধ্য দিয়ে যাও, ইস্রায়েল
সন্তানদের গোষ্ঠী-সংখ্যা অনুসারে প্রত্যেকজন এক একটা পাথর কাঁধে তুলে নাও, ৬ যেন সেগুলো তোমাদের মধ্যে
চিহ্ন হিসাবে থাকতে পারে। ভাবীকালে যখন তোমাদের ছেলেরা জিজ্ঞাসা করবে: তোমাদের কাছে এই পাথরগুলোর
অর্থ কি? ৭ তখন তোমরা তাদের বলবে: প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষার সামনে যর্দনের জলরাশি দু'ভাগ হয়েছিল; মঞ্জুষা যখন
যর্দন পার হচ্ছিল, সেসময় যর্দনের জলরাশি দু'ভাগ হয়েছিল; এই পাথরগুলো চিরকাল ধরেই ইস্রায়েল সন্তানদের
পক্ষে স্মরণ-চিহ্নস্বরূপ হয়ে থাকবে।' ৮ ইস্রায়েল সন্তানেরা যোশুয়ার আজ্ঞামত কাজ করল: প্রভু যোশুয়াকে যেমন
বলেছিলেন, তেমনি ইস্রায়েল সন্তানদের গোষ্ঠী-সংখ্যা অনুসারে তারা যর্দনের মধ্য থেকে বারোটা পাথর তুলে নিল,
এবং নিজেদের সঙ্গে শিবিরের দিকে নিয়ে গিয়ে সেখানে বসাল।
৯ যে জায়গায় সন্ধি-মঞ্জুষার বাহক সেই যাজকদের পা স্থির হয়েছিল, ঠিক সেই জায়গায়ই যর্দনের মাঝখানে
যোশুয়া আরও বারোটা পাথর দাঁড় করালেন; সেগুলো আজ পর্যন্তই সেখানে রয়েছে।
১০ যোশুয়ার কাছে মোশীর দেওয়া সমস্ত আজ্ঞা অনুসারে, এবং প্রভু যোশুয়াকে যে সমস্ত নির্দেশ জনগণকে বলতে
আজ্ঞা করেছিলেন, তা সমাধা না হওয়া পর্যন্ত মঞ্জুষার বাহক সেই যাজকেরা যর্দনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকল।
জনগণ শীঘ্রই পার হতে লাগল।
১১ গোটা জনগণের পারাপার শেষ হওয়ার পর প্রভুর মঞ্জুষা ও যাজকেরা জনগণের সামনে পার হয়ে গেল।
১২ রূবেন-সন্তানেরা, গাদ-সন্তানেরা ও মানাসের অর্ধেক গোষ্ঠী তাদের প্রতি মোশীর বাণীমত অস্ত্রসজ্জিত হয়ে
ইস্রায়েল সন্তানদের আগে আগে পার হয়ে গেল: ১৩ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত আনুমানিক চল্লিশ হাজার লোক সংগ্রামের
জন্য, প্রভুর সাক্ষাতে যেরিখোর নিম্নভূমির দিকে পার হল।
১৪ সেদিন প্রভু গোটা ইস্রায়েলের চোখে যোশুয়াকে মহান করলেন; তখন জনগণ যেমন মোশীকে তাঁর জীবনের
সমস্ত দিন ধরে ভয় করেছিল, তেমনি যোশুয়াকেও ভয় করতে লাগল।
১৫ প্রভু যোশুয়াকে বললেন, ১৬ 'সন্ধি-মঞ্জুষার বাহক সেই যাজকদের যর্দন থেকে উঠে আসতে আজ্ঞা কর।'
১৭ যোশুয়া যাজকদের এই আজ্ঞা দিলেন, 'যর্দন থেকে উঠে এসো।' ১৮ প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষার বাহক যাজকেরা যর্দনের
মধ্য থেকে উঠে আসামাত্র যাজকদের পদতল যখন শুকনা মাটি স্পর্শ করল, তখনই যর্দনের জলস্রোত তার সাধারণ
গতিপথে ফিরে এসে আগের মত সমস্ত কূল ছাপিয়ে গেল। ১৯ জনগণ বছরের প্রথম মাসে, মাসের দশম দিনে যর্দন
থেকে উঠে এসে যেরিখোর পুবদিকে, গিল্‌গালে শিবির বসাল।
২০ সেই যে পাথরগুলো তারা যর্দন থেকে এনেছিল, সেগুলোকে যোশুয়া গিল্‌গালে দাঁড় করালেন। ২১ পরে তিনি
ইস্রায়েল সন্তানদের উদ্দেশ করে বললেন, 'ভাবীকালে যখন তোমাদের ছেলেরা নিজ নিজ পিতাকে জিজ্ঞাসা করবে:
এই পাথরগুলো কি? ২২ তখন তোমরা নিজ নিজ ছেলেদের একথা বুঝিয়ে দেবে: ইস্রায়েল শুকনা মাটির উপর দিয়েই
এই যর্দন পার হয়ে এল, ২৩ কারণ তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু লোহিত-সাগরের প্রতি যেমন রেখেছিলেন, আমরা পার
না হওয়া পর্যন্ত যেমন আমাদের সামনে তা শুষ্ক করেছিলেন, তেমনি তোমরা পার না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের
পরমেশ্বর প্রভু তোমাদের সামনে যর্দনের জলরাশি শুষ্ক রাখলেন; ২৪ যেন পৃথিবীর সকল জাতি জানতে পারে, প্রভুর
হাত কেমন শক্তিশালী, এবং তোমরাও যেন তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুকে ভয় কর—চিরদিন ধরে!'

গিল্‌গালে ইস্রায়েলীয়দের পরিচ্ছেদন

৫ যর্দনের পশ্চিমপারে থাকা আমোরীয়দের সকল রাজা ও সমুদ্রের কাছে থাকা কানানীয়দের সকল রাজা যখন শুনতে
পেলেন যে, আমরা পার না হওয়া পর্যন্ত প্রভু ইস্রায়েল সন্তানদের সামনে যর্দনের জল শুষ্ক রাখলেন, তখন তাঁদের
হৃদয় চুপসে গেল ও ইস্রায়েল সন্তানদের সম্মুখীন হতে তাঁদের আর সাহস রইল না।
২ সেসময় প্রভু যোশুয়াকে বললেন, 'চকচকে পাথরের কয়েকটা ছুরি প্রস্তুত করে ইস্রায়েল সন্তানদের দ্বিতীয়
বারের মত পরিচ্ছেদিত কর।' ৩ যোশুয়া চকচকে পাথরের ছুরি প্রস্তুত করে আরালোট পর্বতের কাছে ইস্রায়েল
সন্তানদের পরিচ্ছেদিত করলেন। ৪ যোশুয়া যে পরিচ্ছেদন-রীতি পালন করলেন, তার কারণ এই: মিশর থেকে যে
সমস্ত পুরুষলোক, যুদ্ধের যোগ্য যত লোক বের হয়ে এসেছিল, তারা মিশর থেকে বেরিয়ে আসার যাত্রাপথে
মরুপ্রান্তরে মরেছিল। ৫ যারা বেরিয়ে এসেছিল, সেই গোটা জনগণ সকলেই পরিচ্ছেদিত হয়েছিল বটে, কিন্তু মিশর
থেকে বেরিয়ে আসার পর যে সকল লোক যাত্রাপথে মরুপ্রান্তরে জন্মেছিল, তারা কেউই পরিচ্ছেদিত হয়নি।
৬ বস্তুতপক্ষে, যে গোটা জনগণ, অর্থাৎ যুদ্ধের যোগ্য যে লোকেরা মিশর থেকে বেরিয়ে এসেছিল, তারা সকলে নিঃশেষ
না হওয়া পর্যন্ত ইস্রায়েল সন্তানেরা চল্লিশ বছর মরুপ্রান্তরে হেঁটে চলেছিল, যেহেতু তারা প্রভুর প্রতি বাধ্য হয়নি, এবং
দুধ ও মধু-প্রবাহী যে দেশ আমাদের দেবেন বলে প্রভু তাদের পিতৃপুরুষদের কাছে শপথ করেছিলেন, প্রভু তাদের
কাছে এমন শপথ করেছিলেন যে, তারা সেই দেশ দেখতে পাবে না। ৭ বরং তাদের স্থানে তাদের যে ছেলেদের উদ্ভব
প্রভু ঘটালেন, যোশুয়া তাদেরই পরিচ্ছেদিত করলেন; তারা পরিচ্ছেদিত ছিল না, যেহেতু যাত্রাপথে তাদের
পরিচ্ছেদিত করা হয়নি। ৮ গোটা জাতির মানুষের পরিচ্ছেদন শেষ হওয়ার পর তারা সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত শিবিরে নিজ
নিজ জায়গায় থাকল। ৯ তখন প্রভু যোশুয়াকে বললেন, 'আজ আমি তোমাদের কাছ থেকে মিশরের দুর্নাম দূর করে
দিলাম।' তাই আজ পর্যন্ত সেই জায়গা গিল্‌গাল বলে পরিচিত হয়েছে।

কানান দেশে প্রথম পাস্কাপর্ব উদ্‌যাপন

১০ ইস্রায়েল সন্তানেরা গিল্‌গালে শিবির বসাল, আর সেই মাসের চতুর্দশ দিনের সন্ধ্যাবেলায় যেরিখোর
নিম্নভূমিতে পাস্কা পালন করল। ১১ পাস্কার পরদিনে তারা সেই অঞ্চলের উৎপন্ন ফল খেতে লাগল; ঠিক সেদিনেই
খামিরবিহীন রুটি ও গম ঝলসে খেল। ১২ পরদিনেই, তারা সেই অঞ্চলের উৎপন্ন ফল খাবার পরেই, মান্না আর নেমে
এল না; তখন থেকেই ইস্রায়েল সন্তানেরা আর মান্না পেল না। সেই বছরেই তারা কানান দেশের ফল খেতে লাগল।

প্রভুর বাহিনীর সেনাপতির আত্মপ্রকাশ

১৩ যেরিখোর কাছাকাছি থাকার সময়ে যোশুয়া চোখ তুলে চাইলেন, আর দেখ, এক পুরুষ তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে
আছেন, তাঁর হাতে একটা নিষ্কোষিত খড়্গ; যোশুয়া তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি আমাদের
পক্ষে, না আমাদের শত্রুদের পক্ষে?' ১৪ তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি কারও পক্ষে নই; আমি প্রভুর বাহিনীর
সেনাপতি; এইমাত্র এলাম।' যোশুয়া মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে প্রণিপাত করলেন, ও তাঁকে বললেন, 'আমার প্রভু
তাঁর এই দাসকে কী আজ্ঞা দিচ্ছেন?' ১৫ প্রভুর বাহিনীর সেনাপতি যোশুয়াকে উত্তরে বললেন, 'পা থেকে জুতো খুলে
ফেল, কারণ যে স্থানে তুমি দাঁড়িয়ে আছ, সেই স্থান পবিত্র।' যোশুয়া সেইমত করলেন।

যেরিখো হস্তগত

৬ সেই যেরিখো ইস্রায়েল সন্তানদের সামনে রুদ্ধ ও আটকানো ছিল: কেউই বাইরে যেত না, কেউই ভিতরে আসত
না। ২ তখন প্রভু যোশুয়াকে বললেন, 'দেখ, আমি যেরিখো, তার রাজাকে ও তার বলবান যোদ্ধাদের তোমার হাতে
তুলে দিচ্ছি। ৩ যোদ্ধা যে তোমরা, সকলেই শহরটার চারপাশ প্রদক্ষিণ করবে; তোমরা একবার করে শহরটাকে
প্রদক্ষিণ করবে; আর এইভাবে ছ' দিন করবে। ৪ সাতজন যাজক সন্ধি-মঞ্জুষার আগে আগে ভেড়ার শিঙ দিয়ে তৈরী
সাতটা তুরি বইবে; পরে সপ্তম দিনে তোমরা সাতবার শহরটাকে প্রদক্ষিণ করবে ও যাজকেরা তুরি বাজাবে। ৫ যখন
শিঙা বাজবে, তখন তোমরা সেই তুরিধ্বনি শোনামাত্র গোটা জনগণ তীব্র রণধ্বনি তুলবে; তখন নগরপ্রাচীর খসে
পড়বে এবং লোকেরা প্রত্যেকেই সরাসরি প্রবেশ করবে।'
৬ নূনের সন্তান যোশুয়া যাজকদের কাছে ডেকে বললেন, 'তোমরা সন্ধি-মঞ্জুষাটিকে তোল, এবং সাতজন যাজক
প্রভুর মঞ্জুষার আগে আগে ভেড়ার শিঙ দিয়ে তৈরী সাতটা তুরি বয়ে নিক।' ৭ জনগণকে তিনি বললেন, 'এগিয়ে
গিয়ে শহরটাকে ঘিরে রাখ, এবং পুরোভাগে সেনাদল প্রভুর মঞ্জুষার আগে আগে চলুক।' ৮ জনগণের কাছে যোশুয়ার
কথা শেষ হলে সেই সাতজন যাজক যারা প্রভুর আগে আগে ভেড়ার শিঙ দিয়ে তৈরী সাতটা তুরি বইত, তারা তুরি
বাজাতে বাজাতে চলতে লাগল, ও প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষা তাদের পিছু পিছু চলল। ৯ পুরোভাগের সেনাদল তুরিবাদক
যাজকদের আগে আগে চলছিল, এবং পশ্চাদ্ভাগের সেনাদল মঞ্জুষার পিছু পিছু চলছিল: তুরিধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সকলে
এগিয়ে চলছিল।
১০ জনগণকে যোশুয়া এই বলে আজ্ঞা করেছিলেন, 'কোন রণধ্বনি তুলো না, তোমাদের গলার শব্দও শুনতে
দিয়ো না, তোমাদের মুখ থেকে কোন কথা যেন না বের হয়, যেপর্যন্ত আমি না বলি: রণধ্বনি তোল; তখনই
তোমাদের রণধ্বনি তুলতে হবে।'

১১ এইভাবে তিনি প্রভুর মঞ্জুষাটিকে শহরের চারপাশ একবার করে প্রদক্ষিণ করালেন; পরে তারা শিবিরে ফিরে
এসে সেখানে রাত কাটাল। ১২ যোশুয়া খুব সকালে উঠলেন, এবং যাজকেরা প্রভুর মঞ্জুষা তুলে নিল। ১৩ ভেড়ার শিঙ
দিয়ে তৈরী সাতটা তুরি বইতে বইতে সেই সাতজন যাজক প্রভুর মঞ্জুষার আগে আগে চলছিল, চলতে চলতে তারা
তুরি বাজাচ্ছিল; ইতিমধ্যে পুরোভাগের সেনাদল তাদের আগে আগে চলছিল, এবং পশ্চাদ্ভাগের সেনাদল প্রভুর
মঞ্জুষার পিছু পিছু চলছিল: তুরিধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সকলে এগিয়ে চলছিল। ১৪ তারা দ্বিতীয় দিনে শহর একবার করে
প্রদক্ষিণ করে শিবিরে ফিরে এল। তারা ছ' দিন ধরে সেইমত করল। ১৫ সপ্তম দিনে তারা ভোরে অরুণোদয়ের সময়ে
উঠে সাতবার সেইমত শহর প্রদক্ষিণ করল: কেবল সেই দিনেই তারা সাতবার শহর প্রদক্ষিণ করল। ১৬ সপ্তম বারে
যাজকেরা তুরি বাজালে যোশুয়া লোকদের বললেন, 'রণধ্বনি তোল! কেননা প্রভু শহরটাকে তোমাদের হাতে তুলে
দিচ্ছেন। ১৭ শহরটা ও সেখানকার সমস্ত বস্তু প্রভুর উদ্দেশে বিনাশ-মানতের বস্তু হবে; কেবল রাহাব বেশ্যা ও যারা
তার সঙ্গে ঘরে আছে, তারাই বাঁচবে, কারণ সে আমাদের পাঠানো দূতদের লুকিয়ে রেখেছিল। ১৮ শুধু একটি কথা:
যা কিছু বিনাশ-মানতের বস্তু, সেই বিষয়ে সাবধান থাক, পাছে বিনাশ-মানত পূরণ করতে করতে তোমরা
বিনাশ-মানতের বস্তু থেকে কিছুটা নিলে ইস্রায়েলের শিবিরকেই বিনাশ-মানতের বস্তু করে ফেল ও তার দুর্দশা
ঘটাও। ১৯ রুপো, সোনা, ব্রঞ্জ ও লোহার যত পাত্র প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃত; সেই সমস্ত কিছু প্রভুর ধনভাণ্ডারে
যাবে।'
২০ তখন লোকেরা রণধ্বনি তুলল ও তুরি বাজল। তুরিধ্বনি শুনে লোকেরা তীব্র রণধ্বনি তোলার সঙ্গে সঙ্গে
নগরপ্রাচীর খসে পড়ল; তখন লোকেরা প্রত্যেকে সরাসরি শহরে উঠে গিয়ে শহরটাকে হস্তগত করল। ২১ তারা
শহরের সকলকেই বিনাশ-মানতের বস্তু করল: যুবা থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত নর-নারী সকলকে, এমনকি বলদ, ভেড়া ও
গাধা সবই খড়্গের আঘাতে প্রাণে মারল।

রাহাবের পরিবার-পরিজনদের রেহাই

২২ যে দু'জন লোক অঞ্চলটা পরিদর্শন করেছিল, যোশুয়া তাদের বললেন, 'সেই বেশ্যার ঘরে যাও, এবং তার
কাছে যে শপথ করেছ, সেই অনুসারে সেই স্ত্রীলোককে ও তার সমস্ত সম্পদ বের করে আন।' ২৩ সেই দুই যুবা গুপ্তচর
ঢুকে রাহাবকে এবং তার পিতামাতাকে ও ভাইদের এবং তার সমস্ত সম্পদ বের করে আনল; তার গোটা গোত্রের
মানুষকেও বের করে এনে ইস্রায়েলের শিবিরের বাইরে বিশেষ এক জায়গায় রাখল। ২৪ পরে লোকেরা শহর ও
সেখানকার সবকিছু আগুনে পুড়িয়ে দিল; শুধু রুপো ও সোনা, এবং ব্রঞ্জের ও লোহার পাত্রগুলো প্রভুর গৃহের
ধনভাণ্ডারে রাখল। ২৫ কিন্তু যোশুয়া রাহাব বেশ্যাকে, তার পিতৃকুলকে ও তার সমস্ত সম্পদ বাঁচিয়ে রাখলেন; আর
সে আজ পর্যন্ত ইস্রায়েলের মধ্যে বাস করে আসছে; কারণ যেরিখো পরিদর্শন করার জন্য যোশুয়া যে দুই দূত
পাঠিয়েছিলেন, সে তাদের লুকিয়ে রেখেছিল।
২৬ সেসময় যোশুয়া লোকদের এই শপথ করালেন: 'যে কেউ উঠে এই যেরিখো শহর পুনঃস্থাপন করবে, সে
প্রভুর সামনে অভিশপ্ত হোক; তার নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপরেই সে শহরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবে; তার নিজের
কনিষ্ঠ পুত্রের উপরেই নগরদ্বার বসাবে!'
২৭ তাই প্রভু যোশুয়ার সঙ্গে সঙ্গে থাকলেন, আর তাঁর খ্যাতি সারা অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল।

আখানের অবিশ্বস্ততা ও আই দ্বারা পরাজয়

৭ ইস্রায়েল সন্তানেরা বিনাশ-মানতের বস্তুর ব্যাপারে অবিশ্বস্ত হল: যুদা গোষ্ঠীর আখান—আখান কার্মির সন্তান,
কার্মি জাব্দির সন্তান, জাব্দি জেরাহ্‌র সন্তান—বিনাশ-মানতের বস্তুর কিছু কেড়ে নিল, আর তাই ইস্রায়েল সন্তানদের
উপরে প্রভুর ক্রোধ জ্বলে উঠল।
২ যোশুয়া যেরিখো থেকে বেথেলের পুবে অবস্থিত বেথ্-আবেনের নিকটবর্তী সেই আইতে লোক পাঠালেন;
তাদের বললেন, 'তোমরা উঠে গিয়ে অঞ্চলটা পরিদর্শন কর।' সেই লোকেরা উঠে গিয়ে আই পরিদর্শন করতে গেল।
৩ পরে যোশুয়ার কাছে ফিরে এসে তারা বলল, 'সেখানে গোটা জনগণ না গেলেও হয়, দু' তিন হাজার লোক গিয়ে
আই জয় করে নিক; গোটা জনগণকে না লাগালেও হয়, কেননা সেখানকার লোক অল্প।'
৪ তখন জনগণের মধ্য থেকে প্রায় তিন হাজার লোক আইকে আক্রমণ করতে বেরিয়ে পড়ল, কিন্তু আইয়ের
লোকদের সামনে থেকে তারা পালিয়ে গেল। ৫ আইয়ের লোকেরা তাদের মধ্যে প্রায় ছত্রিশজনকে মেরে ফেলল;
নগরদ্বার থেকে শেবারিম পর্যন্ত তাদের ধাওয়া করে অবরোহণ-পথে তাদের আঘাত করল; তখন জনগণের হৃদয়
গলে গিয়ে জলের মত হল।
৬ যোশুয়া নিজের পোশাক ছিঁড়ে প্রভুর মঞ্জুষার সামনে অধোমুখ হয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাটিতে পড়ে থাকলেন; তাঁর
সঙ্গে ইস্রায়েলের প্রবীণেরাও সেইমত করলেন ও মাথায় ধুলা ছড়ালেন। ৭ যোশুয়া বলে উঠলেন, 'হায় হায়, প্রভু
পরমেশ্বর, আমোরীয়দের হাতে আমাদের তুলে দিয়ে আমাদের বিনাশ করার জন্য তুমি কেন এই জনগণকে যর্দন
পার করে আনলে? হায় হায়, আমরা যদি যর্দনের ওপারেই থাকতে সন্তুষ্ট হতাম! ৮ আমাকে ক্ষমা কর, প্রভু; কিন্তু
ইস্রায়েল তার নিজের শত্রুদের সামনে থেকে হটে যাওয়ার পর আমি আর কী বলব? ৯ কানানীয়েরা আর এই দেশের

অধিবাসী সকল লোক এই কথা শুনবে; পৃথিবী থেকে আমাদের নাম মুছে দেবার জন্য তারা এখন আমাদের ঘিরবে।
তখন তোমার মহানামের জন্য তুমি আর কী করবে?'
১০ প্রভু যোশুয়াকে বললেন, 'ওঠ, কেন তুমি অধোমুখে পড়ে আছ? ১১ ইস্রায়েল তো পাপ করেছে, এমনকি আমি
যে সন্ধি তাদের জন্য জারি করেছিলাম, তারা তা লঙ্ঘন করেছে; যা ছিল বিনাশ-মানতের বস্তু, তা থেকে তারা কিছু
নিয়েছে: হ্যাঁ, তারা চুরি করেছে, এমনকি চালাকিই করেছে, নিজেদের বস্তায় তা রেখেছে! ১২ ইস্রায়েল সন্তানেরা
তাদের শত্রুদের সামনে দাঁড়াতে পারবে না, শত্রুদের সামনে থেকে হটে যাবে, কারণ তারা নিজেরাই
বিনাশ-মানতের বস্তু হয়েছে। যা ছিল বিনাশ-মানতের বস্তু, তা তোমাদের মধ্য থেকে বর্জন না করলে আমি আর
তোমাদের সঙ্গে থাকব না। ১৩ ওঠ, জনগণকে পবিত্রিত কর; বল: আগামীকালের জন্য নিজেদের পবিত্রিত কর,
কারণ ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু একথা বলছেন: ইস্রায়েল, যা ছিল বিনাশ-মানতের বস্তু, তা তোমার মধ্য থেকে দূর
না করে দেওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার শত্রুদের সামনে দাঁড়াতে পারবে না। ১৪ সুতরাং আগামীকাল সকালবেলায়
তোমাদের গোষ্ঠী অনুসারে তোমরা কাছে এগিয়ে আসবে; পরে প্রভু যে গোষ্ঠীকে গুলিবাঁট ক্রমে বাছাই করবেন, সেই
গোষ্ঠীর এক এক গোত্র এগিয়ে আসবে; এবং প্রভু যে গোত্রকে গুলিবাঁট ক্রমে বাছাই করবেন, তার এক এক কুল
এগিয়ে আসবে; এবং প্রভু যে কুলকে গুলিবাঁট ক্রমে বাছাই করবেন, তার এক এক পুরুষ এগিয়ে আসবে। ১৫ আর
বিনাশ-মানতের বস্তুর ব্যাপারে যে লোকের উপরে গুলি পড়বে, তাকে ও তার সম্পদ সবই আগুনে পুড়িয়ে দিতে হবে,
কারণ সে প্রভুর সন্ধি লঙ্ঘন করেছে ও ইস্রায়েলের মধ্যে জঘন্য কাজ করেছে।'
১৬ যোশুয়া সকালে উঠে ইস্রায়েলকে তার নানা গোষ্ঠী অনুসারে কাছে আনালেন, এবং যুদা গোষ্ঠীর উপরে গুলি
পড়ল। ১৭ তিনি যুদা-গোত্রের সকলকে কাছে আনালে জেরাহ্-গোত্রের উপরে গুলি পড়ল; তিনি জেরাহ্-গোত্রকে
কুলের পর কুল আনালে জাব্দির উপরে গুলি পড়ল; ১৮ তিনি তার কুলকে পুরুষের পর পুরুষ আনালে যুদা-গোষ্ঠীয়
জেরাহ্র প্রপৌত্র জাব্দির পৌত্র কার্মির সন্তান আখানের উপরে গুলি পড়ল। ১৯ তখন যোশুয়া আখানকে বললেন,
'সন্তান আমার, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর গৌরব স্বীকার কর, তাঁর স্তুতিবাদ কর; এবং তুমি যা করেছ, তা আমাকে
বল, আমার কাছ থেকে তার কিছুই গোপন রেখো না।' ২০ আখান যোশুয়াকে উদ্দেশ করে বলল: 'সত্যি, আমিই
ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করেছি; আমি যা যা করেছি, তা এ: ২১ আমি লুণ্ঠিত সম্পদের মধ্যে খুবই
সুন্দর একটা শিনারীয় শাল, দু'শো শেকেল রুপো ও এক বাট সোনা যার ওজন পঞ্চাশ শেকেল, এ সবই দেখে লোভে
পড়ে কেড়ে নিয়েছি; আর দেখুন, সেই সবকিছু আমার তাঁবুর মধ্যে মাটিতে লুকোনো রয়েছে, আর নিচে রুপো
আছে।' ২২ তখন যোশুয়া দূত পাঠালেন, আর তারা তার তাঁবুতে দৌড়ে গিয়ে দেখতে পেল যে, সত্যি, তার তাঁবুর
মধ্যে সেই সমস্ত কিছু লুকোনো রয়েছে, আর নিচে রয়েছে রুপো! ২৩ তারা তাঁবু থেকে সেই সবকিছু তুলে যোশুয়ার ও
সমস্ত ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে নিয়ে গেল, এবং প্রভুর সামনে তা রেখে দিল।
২৪ তখন যোশুয়া জেরাহ্র সন্তান আখানকে ও সেই রুপো, শাল, সোনার বাট ও তার ছেলেমেয়ে এবং তার যত
বলদ, গাধা, মেষ, ছাগ ও তাঁবু, এবং তার যা কিছু ছিল, সবই নিলেন, ও আখোর উপত্যকায় নিয়ে গেলেন; তাঁর
সঙ্গে গোটা ইস্রায়েল গেল। ২৫ যোশুয়া বললেন, 'তুমি কেন আমাদের উপর দুর্দশা ডেকে আনলে? আজ প্রভু তোমার
উপরেই দুর্দশা ডেকে আনুন!' আর গোটা ইস্রায়েল তাকে পাথর ছুড়ে মারল; তারা তাকে আগুনে পুড়িয়ে দিল ও
পাথর ছুড়ে মারল। ২৬ পরে তারা তার উপরে পাথরের এক বিরাট রাশি করল, তা আজও রয়েছে। এভাবে প্রভু ক্ষান্ত
হলেন, তাঁর প্রচন্ড ক্রোধ ত্যাগ করলেন। এইজন্য সেই স্থান আজও আখোর উপত্যকা বলে অভিহিত।

আই শহর হস্তগত

৮ প্রভু যোশুয়াকে বললেন, 'ভয় করো না, নিরাশ হয়ো না! সমস্ত যোদ্ধাকে সঙ্গে করে নাও। ওঠ, আই আক্রমণ
করতে বেরিয়ে পড়; দেখ, আমি আইয়ের রাজাকে, তার জনগণকে, তার শহর ও তার দেশ তোমার হাতে তুলে
দিয়েছি। ২ তুমি যেরিখোর ও সেখানকার রাজার প্রতি যেমন করলে, আইয়ের ও সেখানকার রাজার প্রতিও তেমনি
করবে; তথাপি লুটের মাল ও পশু তোমরা নিজেদের জন্য নেবে। তুমি শহরের বিরুদ্ধে, তার পিছনে, ওত পেতে
থাক।'
৩ তাই যোশুয়া ও জনগণের মধ্যে যুদ্ধের যোগ্য সকল লোক উঠে আই আক্রমণ করতে রওনা হলেন; যোশুয়া
ত্রিশ হাজার বলবান বীরযোদ্ধা বাছাই করে রাতে তাদের পাঠিয়ে দিলেন; ৪ তাদের এই আজ্ঞা দিলেন, 'সতর্ক হও,
তোমরা শহরের পিছনে তার বিরুদ্ধে ওত পেতে থাক; শহর থেকে বেশি দূরে যেয়ো না, সকলেই প্রস্তুত থাক। ৫ পরে
আমি ও আমার সঙ্গী সমস্ত লোক শহরের কাছে এগিয়ে যাব; আর যখন তারা আগের মত আমাদের বিরুদ্ধে বেরিয়ে
পড়বে, তখন আমরা তাদের সামনে থেকে পালিয়ে যাব। ৬ তারা আমাদের পিছনে ধাওয়া করতে বেরিয়ে আসবে যে
পর্যন্ত আমরা শহর থেকে দূরেই তাদের টেনে আনব, কেননা তারা বলবে: এরা প্রথমবারের মত আমাদের সামনে
থেকে পালাচ্ছে! আর আমরা তাদের সামনে থেকে পালাতে পালাতেই ৭ তোমরা গুপ্ত স্থান থেকে উঠে শহরটাকে
হস্তগত করবে; হ্যাঁ, তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু শহরটাকে তোমাদের হাতে তুলে দেবেন। ৮ শহরটাকে হস্তগত
করামাত্র তোমরা শহরে আগুন লাগিয়ে দেবে: তোমরা প্রভুর আজ্ঞামতই কাজ করবে। সাবধান! এ আমার আজ্ঞা।'
৯ তখন যোশুয়া তাদের পাঠিয়ে দিলেন, আর তারা ওত পেতে থাকার জায়গায় গিয়ে আইয়ের পশ্চিমে বেথেল ও
আইয়ের মধ্যস্থানে অবস্থান নিল; এদিকে যোশুয়া জনগণের মধ্যে রাত কাটালেন।

১০ ভোরে উঠে যোশুয়া লোক জড় করলেন, এবং তিনি ও ইস্রায়েলের প্রবীণবর্গ লোকদের আগে আগে আইয়ের
দিকে রওনা হলেন। ১১ জনগণের মধ্যে যুদ্ধের যোগ্য যত লোক তাঁর সঙ্গে ছিল, তারা সকলে এগিয়ে চলল, এবং
শহরের সামনে এসে পৌঁছে আইয়ের উত্তরদিকে শিবির বসাল। যোশুয়া ও আইয়ের মধ্যে একটা উপত্যকা ছিল।
১২ তিনি আনুমানিক পাঁচ হাজার লোক নিয়ে শহরের পশ্চিমদিকে বেথেল ও আইয়ের মধ্যস্থানে তাদের গোপন
জায়গায় মোতায়েন করলেন। ১৩ এইভাবে জনগণ শহরের উত্তরদিকে শিবির বসাল ও তাদের পশ্চাদ্ভাগ শহরের
পশ্চিমদিকে ওত পেতে থাকল; সেই রাতে যোশুয়া উপত্যকার মধ্যে গেলেন। ১৪ আইয়ের রাজা ব্যাপারটা বুঝতে
পারলেই শহরের সকল লোক, রাজা ও তাঁর গোটা জনগণ, শীঘ্রই ভোরে উঠে ইস্রায়েলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বেরিয়ে,
আরাবা নিম্নভূমির সামনে যে ঢালু স্থান রয়েছে, তার দিকে গেলেন; কিন্তু শহরের পিছনে যে তাঁর জন্য সৈন্য ওত
পেতে ছিল, তা তিনি জানতেন না। ১৫ যোশুয়া ও গোটা ইস্রায়েল তাদের দ্বারা পরাজিত হওয়ার ভান করে
মরুপ্রান্তরের পথ দিয়ে পালাতে লাগলেন; ১৬ তখন শহরের মধ্যে থাকা সকল লোক তাদের পিছনে ধাওয়া করতে
যোগ দিল, আর যোশুয়ার পিছনে ধাওয়া করতে করতে শহর থেকে দূরেই টানা পড়ল। ১৭ বের হয়ে ইস্রায়েলের
পিছনে গেল না, এমন একজনও আইতে বা বেথেলে বাকি রইল না; ইস্রায়েলের পিছনে ধাওয়া করতে গিয়ে তারা
নগরদ্বার খোলাই রাখল।

১৮ তখন প্রভু যোশুয়াকে বললেন, 'তোমার হাতে যে বর্শা, তা আইয়ের দিকে বাড়াও, কেননা আমি শহরটাকে
তোমার হাতে দিচ্ছি।' যোশুয়া তাঁর হাতে যে বর্শা ছিল, তা শহরের দিকে বাড়ালেন। ১৯ তিনি হাত বাড়ানো মাত্রই
ওত পেতে থাকা লোকেরা তাদের জায়গা থেকে সঙ্গে সঙ্গেই ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং দৌড় দিয়ে শহরে ঢুকে তা হস্তগত
করল ও দেরি না করে শহরে আগুন লাগাল।

২০ আইয়ের লোকেরা পিছনে মুখ ফিরিয়ে হঠাৎ দেখল, শহরের ধূম আকাশে উঠছে; কিন্তু সেসময়ে এদিকে কি
ওদিকে কোনও দিকেই তাদের আর পালাবার উপায় রইল না; আর যে লোকেরা মরুপ্রান্তরের দিকে পালাচ্ছিল, তারা
তাদের পিছনে যারা ছুটছিল, তাদেরই দিকে ফিরে আক্রমণ করল। ২১ কেননা যোশুয়া ও গোটা ইস্রায়েল যখন দেখতে
পেলেন যে, যারা ওত পেতে ছিল, তারা ইতিমধ্যে শহর হস্তগত করেছে, এবং শহরের ধূম উঠছে, তখন তাঁরা ফিরে
আইয়ের লোকদের আক্রমণ করতে লাগলেন। ২২ অন্যেরাও শহর থেকে তাদের বিরুদ্ধে বেরিয়ে এল, ফলে তারা
ইস্রায়েলের মধ্যে পড়ল—কতজন এপাশে কতজন ওপাশে। ইস্রায়েল সন্তানেরা তাদের এমন ভাবে আঘাত করল
যে, তাদের বেঁচে থাকা বা পলাতক কেউই রইল না। ২৩ কিন্তু আইয়ের রাজাকে তারা জীবিতই ধরল এবং যোশুয়ার
কাছে আনল।

২৪ যখন ইস্রায়েল তাদের সকলকে খোলা মাঠে, মরুপ্রান্তরে, অর্থাৎ আইয়ের লোকেরা যেখানে তাদের পিছনে
ধাওয়া করেছিল, সেইখানে তাদের সংহার করা শেষ করল, আর তারা সকলেই খড়্গের আঘাতে মারা পড়ল, তখন
গোটা ইস্রায়েল ফিরে আইতে এসে সেখানকার লোকদেরও খড়্গের আঘাতে প্রাণে মারল। ২৫ সেদিন স্ত্রী-পুরুষ
সবসমেত বারো হাজার লোক মারা পড়ল—সকলেই আইয়ের লোক। ২৬ যোশুয়া যে হাতে বর্শা ধরছিলেন, তাঁর সেই
হাত ফেরালেন না, যতক্ষণ না তারা আইয়ের সকল অধিবাসীকে বিনাশ-মানতের বস্তু করল। ২৭ যোশুয়ার কাছে
প্রভুর দেওয়া আজ্ঞামত ইস্রায়েল কেবল ওই শহরের পশু ও লুণ্ঠিত সম্পদ নিজেদের জন্য রাখল। ২৮ পরে যোশুয়া
আই পুড়িয়ে দিয়ে তা চিরস্থায়ী ঢিপি করলেন, এমন উৎসন্ন স্থান করলেন, যা আজ পর্যন্ত সেইভাবে আছে। ২৯ তিনি
আইয়ের রাজাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটা গাছে ঝুলিয়ে রাখলেন, পরে সূর্যাস্তের সময়ে যোশুয়া আজ্ঞা করলেন যেন তাঁর
লাশ গাছ থেকে নামানো হয়; তারা লাশটা নগরদ্বারের প্রবেশস্থানে ফেলে তার উপরে পাথরের এক বিরাট ঢিপি
করল: তা আজও রয়েছে।

যজ্ঞবেদি-নির্মাণ
এবাল পর্বতে বিধান-পাঠ

৩০ সেই উপলক্ষে যোশুয়া এবাল পর্বতে ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে একটা যজ্ঞবেদি গাঁথলেন। ৩১ প্রভুর
দাস মোশী ইস্রায়েল সন্তানদের যেমন আজ্ঞা করেছিলেন, তেমনি তারা মোশীর বিধান-পুস্তকে লেখা আদেশ অনুসারে
অক্ষুণ্ণ পাথর দিয়ে, যার উপরে লৌহজাতীয় কোন যন্ত্র কখনও ব্যবহার হয়নি, এমন পাথর দিয়ে ওই যজ্ঞবেদি
গাঁথল; তার উপরে তারা প্রভুর উদ্দেশে আহুতি দিল; মিলন-যজ্ঞবলিও উৎসর্গ করল। ৩২ সেই জায়গায় পাথরগুলোর
উপরে তিনি মোশীর সেই বিধানের এক অনুলিপি লিখলেন, যা মোশী ইস্রায়েল সন্তানদের সাক্ষাতে লিখেছিলেন।
৩৩ ইস্রায়েল জাতিকে আশীর্বাদ করার জন্য, প্রভুর দাস মোশী যেমন আগে আজ্ঞা করেছিলেন, সেইমত গোটা
ইস্রায়েল, তাদের প্রবীণেরা, শাস্ত্রীরা, বিচারকেরা, স্বজাতীয় বা প্রবাসী সমস্ত লোক মঞ্জুষার দু'পাশে প্রভুর
সন্ধির-মঞ্জুষার বাহক সেই লেবীয় যাজকদের সামনে দাঁড়াল—তাদের অর্ধেক অংশ গারিজিম পর্বতের সামনে, আর
অর্ধেক অংশ এবাল পর্বতের সামনে। ৩৪ বিধান-পুস্তকে যা কিছু লেখা আছে, ঠিক সেই অনুসারে যোশুয়া বিধানের
সমস্ত কথা, আশীর্বাদের ও অভিশাপের সেই কথাই পাঠ করে শোনালেন। ৩৫ মোশী যা কিছু আজ্ঞা করেছিলেন,
যোশুয়া গোটা ইস্রায়েল জনসমাবেশের সামনে—স্ত্রীলোক, ছেলেমেয়ে, তাদের মধ্যে বাস করছিল যত বিদেশী—
সকলেরই সামনে সেই সমস্ত কথা পাঠ করে শোনালেন; সেগুলোর একটামাত্র কথাও বাদ দিয়ে ত্রুটি করলেন না।

গিবেয়োনীয়দের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন

৯ যর্দনের এপারের সকল রাজা—পার্বত্য অঞ্চলে, নিম্নভূমিতে ও লেবাননের দিকে মহাসমুদ্রের সমস্ত তীরে নিবাসী হিত্তীয়, আমোরীয়, কানানীয়, পেরিজীয়, হিব্বীয় ও যেবুসীয় রাজারা একথা শুনতে পেয়ে ২ একজোট হয়ে যোশুয়া ও ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সন্ধিবদ্ধ হলেন।

৩ অন্যদিকে গিবেয়োন-অধিবাসীরা যখন শুনল, যেরিখো ও আইয়ের প্রতি যোশুয়া কিনা করেছিলেন, ৪ তখন চতুরতা হাতিয়ার করেই কাজ করল: তারা ছদ্মবেশ ধারণ করে নিজ নিজ গাধার উপরে পুরাতন বস্তা ও আঙুররসের পুরাতন, জীর্ণ ও কোন রকমে মেরামত-করা কুপা চাপাল, ৫ পায়ে পুরাতন ও কোন রকমে সেলাই করা পাদুকা ও গায়ে জীর্ণ-শীর্ণ পোশাক দিল; যাত্রাপথের জন্য তাদের রুটি সবই শুষ্ক ও ছাতাপড়া ছিল; ৬ পরে তারা গিল্‌গালের শিবিরে যোশুয়ার কাছে গিয়ে তাঁকে ও ইস্রায়েলীয়দের বলল, 'আমরা দূরদেশ থেকে আসছি, আপনারা আমাদের সঙ্গে সন্ধি স্থির করুন।' ৭ ইস্রায়েলীয়েরা উত্তরে সেই হিব্বীয়দের বলল, 'কি জানি, হয় তো তোমরা আমাদের কাছাকাছিই বাস করছ, তাহলে আমরা কেমন করে তোমাদের সঙ্গে সন্ধি স্থির করতে পারি?' ৮ তারা যোশুয়াকে বলল, 'আমরা আপনার দাস!' আর যোশুয়া তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কারা? কোথা থেকে এলে?' ৯ তারা উত্তরে বলল, 'আপনার দাস আমরা আপনার পরমেশ্বর প্রভুর খ্যাতির খাতিরে অতিদূর দেশ থেকে এলাম, কেননা আমরা তাঁর কীর্তির কথা শুনেছি; হ্যাঁ, তিনি মিশর দেশে যে কী কাজ না করেছেন, ১০ যর্দনের ওপারে নিবাসী সেই দুই আমোরীয় রাজার প্রতি, হেস্‌বোনের রাজা সেই সিহোনের ও বাশানের রাজা আস্তারোৎ-নিবাসী সেই ওগের প্রতি যে কী কাজ না করেছেন, তা সবকিছুই আমরা শুনেছি। ১১ এজন্য আমাদের প্রবীণেরা ও দেশের সকল অধিবাসী আমাদের বলল, যাত্রাপথের জন্য খাবার যোগাড় করে তোমরা তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাও; তাদের বল: আমরা আপনাদের দাস, তাই আপনারা আমাদের সঙ্গে সন্ধি স্থির করুন। ১২ এই যে আমাদের রুটি: আপনাদের কাছে আসবার জন্য যেদিন রওনা হই, সেদিন আমরা বাড়ি থেকে তা যাত্রাপথের জন্য নিলাম, তখন গরমই ছিল; এবার দেখুন, তা এখন শুষ্ক ও ছাতাপড়া; ১৩ আর আঙুররসের এই সকল কুপা আমরা যখন আঙুররসে ভরিয়ে তুলি, তখন নতুন ছিল, এবার দেখুন, সবগুলো ছিঁড়ে গেছে; আবার, অতিদীর্ঘ যাত্রাপথের ফলে আমাদের এই সমস্ত পোশাক ও পাদুকাও জীর্ণ-শীর্ণ হয়েছে।'

১৪ তখন ইস্রায়েলীয়েরা প্রভুর অভিমত যাচ্‌না না করেই তাদের খাদ্য-সামগ্রী নিল। ১৫ যোশুয়া তাদের সঙ্গে শান্তি স্থির করে এই সন্ধিও স্থাপন করলেন যে, তাদের বাঁচতে দেবেন; জনমণ্ডলীর নেতারা এসমস্ত ব্যাপারে শপথ করে তা বহাল করল।

১৬ তখন এমনটি ঘটল যে, তাদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করার তিন দিন পর ইস্রায়েলীয়েরা শুনতে পেল, ওরা আসলে তাদের নিকটবর্তী ও তাদের অঞ্চলেই বাস করছে। ১৭ তখন ইস্রায়েল সন্তানেরা রওনা হয়ে তৃতীয় দিনে তাদের শহরগুলোতে গিয়ে পৌঁছল; তাদের শহরগুলোর নাম গিবেয়োন, কেফিরা, বেয়েরোৎ ও কিরিয়াৎ-যেয়ারিম। ১৮ জনমণ্ডলীর নেতারা ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর নামে তাদের কাছে শপথ করেছিলেন বিধায় ইস্রায়েল সন্তানেরা তাদের মেরে ফেলল না, কিন্তু গোটা জনমণ্ডলী নেতাদের বিরুদ্ধে অসন্তোষে গজগজ করল।

১৯ তথাপি গোটা জনমণ্ডলীর সকল নেতা বলল, 'আমরা তো ওদের কাছে ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর দিব্যি দিয়েই শপথ করেছি, তাই এখন ওদের স্পর্শ করতে পারি না; ২০ আমরা ওদের প্রতি এ করব: ওদের বাঁচতে দেব, ওদের কাছে যে শপথ করেছি, তার জন্য যেন আমাদের উপরে ক্রোধ এসে না পড়ে।' ২১ নেতারা বলে চলল, 'ওরা বেঁচে থাকুক, কিন্তু গোটা জনমণ্ডলীর জন্য ওরা কাঠকাটিয়ে ও জলবাহক হোক।' নেতারা কথা বললেই ২২ যোশুয়া গিবেয়োনীয়দের ডেকে বললেন: 'তোমরা যখন আমাদের মধ্যেই বাস করছ, তখন আমাদের প্রবঞ্চনা করে কেন একথা বললে যে, আমরা তোমাদের কাছ থেকে বহুদূরে বাস করি? ২৩ অতএব তোমরা অভিশপ্ত, এবং আমাদের পরমেশ্বরের গৃহের জন্য কাঠকাটিয়ে ও জলবাহক হয়ে আমাদের দাসকর্ম করা থেকে কখনও মুক্তি পাবে না।' ২৪ তারা যোশুয়াকে উত্তরে বলল, 'আপনার দাস আমরা এই খবর পেয়েছিলাম যে, আপনার পরমেশ্বর প্রভু তাঁর দাস মোশীকে এই সমস্ত দেশ আপনাদের দিতে ও আপনাদের সামনে থেকে এই দেশের সকল অধিবাসীকে বিনাশ করতে আজ্ঞা করেছিলেন; তাছাড়া আমরা আপনাদের কারণে আমাদের নিজেদের প্রাণের জন্যও খুবই ভীত হয়ে পড়েছিলাম, আর তাই তেমন কাজ করেছি। ২৫ এখন দেখুন, আমরা আপনারই হাতে: আমাদের প্রতি যা করা আপনার ভাল ও ন্যায্য মনে হয়, তাই করুন।' ২৬ কাজেই তিনি তাদের প্রতি এইভাবে ব্যবহার করলেন: ইস্রায়েল সন্তানদের হাত থেকে তাদের রক্ষা করলেন, আর তারা তাদের বধ করল না; ২৭ কিন্তু সেদিনে যোশুয়া প্রভুর বেছে নেওয়া স্থানে জনমণ্ডলীর ও প্রভুর যজ্ঞবেদির জন্য কাঠ-কাটা ও জলবহন কাজে তাদের নিযুক্ত করলেন; তারা আজ পর্যন্ত তা করে আসছে।

গিবেয়োন ও ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে সন্ধিবদ্ধ নানা দেশ

১০ তখন এমনটি ঘটল যে, যেরুসালেমের রাজা আদোনি-সেদেক একথা শুনলেন যে, যোশুয়া আইকে জয় করে বিনাশ-মানতের বস্তু করে ফেলেছিলেন, এবং যেরিখো ও সেখানকার রাজার প্রতি যেমন করেছিলেন, আইয়ের ও সেখানকার রাজার প্রতিও তেমন করেছিলেন; তাছাড়া এও শুনলেন যে, গিবেয়োন-অধিবাসীরা ইস্রায়েলের সঙ্গে সন্ধি

করে তাদের মধ্যে বাস করছিল। ২ তখন লোকেরা ভীষণ ভয় পেল, যেহেতু সমস্ত রাজধানীর মধ্যে গিবেয়োন ছিল
বিরাট এক শহর ও আইয়ের চেয়েও বড়, আর সেখানকার সমস্ত লোক বীরযোদ্ধা ছিল। ৩ ফলে যেরুসালেমের রাজা
আদোনি-সেদেক দূত পাঠিয়ে হেব্রোনের রাজা হোহাম, যার্মুতের রাজা পিরেয়াম, লাখিশের রাজা যাফিয়া ও এগ্লোনের
রাজা দেবিরকে বললেন, ৪ 'আমার কাছে আসুন, আমাকে সাহায্য করুন। চলুন, আমরা গিবেয়োনীয়দের আক্রমণ
করি, কারণ তারা যোশুয়া ও ইস্রায়েল সন্তানদের সঙ্গে শান্তি-চুক্তি স্থির করেছে।' ৫ তাই আমোরীয়দের ওই পাঁচ রাজা,
তথা যেরুসালেমের রাজা, হেব্রোনের রাজা, যার্মুতের রাজা, লাখিশের রাজা ও এগ্লোনের রাজা একত্র হয়ে তাঁদের
সেনাদলের সঙ্গে এগিয়ে গেলেন, এবং গিবেয়োনের সামনে শিবির বসিয়ে তাদের আক্রমণ করলেন।
৬ তখন গিবেয়োনীয়েরা গিল্‌গালের শিবিরে যোশুয়ার কাছে দূত পাঠিয়ে বলল, 'আপনার এই দাসদের আপনার
সাহায্য থেকে বঞ্চিত করবেন না; শীঘ্রই আসুন; আমাদের ত্রাণ করুন, আমাদের সাহায্য করুন, কারণ পাহাড়িয়া
অঞ্চলের অধিবাসী সেই আমোরীয়দের সকল রাজা আমাদের বিরুদ্ধে একত্র হয়েছেন।' ৭ তখন যোশুয়া সমস্ত যোদ্ধা
ও সমস্ত বলবান বীরপুরুষ সঙ্গে নিয়ে গিল্‌গাল ছেড়ে রওনা হলেন।
৮ প্রভু যোশুয়াকে বললেন, 'তাদের ভয় করো না, কারণ আমি তাদের তোমার হাতে তুলে দিয়েছি, তারা কেউই
তোমার সামনে দাঁড়াতে পারবে না।' ৯ যোশুয়া গিল্‌গাল ছেড়ে সারারাত ধরে যাত্রা করে হঠাৎ তাদের উপরে ঝাঁপিয়ে
পড়লেন। ১০ প্রভু ইস্রায়েলের সামনে তাদের বিহ্বল করে ফেললেন, গিবেয়োনে মহা পরাজয়ে তাদের পরাভূত
করলেন; এমনকি বেথ্‌-হোরোনের অবরোহণ-পথ দিয়ে তাদের ধাওয়া করলেন, এবং আজেকা ও মাক্কেদা পর্যন্ত
তাদের আঘাত করলেন।
১১ তারা ইস্রায়েলের সামনে থেকে পালিয়ে যাচ্ছে ও বেথ্‌-হোরোনের অবরোহণ-পথে পৌঁছে আসছে, এমন সময়
প্রভু তাদের উপরে আজেকা পর্যন্ত আকাশ থেকে বড় বড় শিলার মত কী যেন বর্ষণ করলেন; তখন তাদের অনেকে
মারা পড়ল। ইস্রায়েল সন্তানেরা যাদের খড়্গের আঘাতে বধ করল, তাদের চেয়ে বেশি লোক সেই শিলাপতনে মরল।
১২ যেদিন প্রভু ইস্রায়েল সন্তানদের হাতে আমোরীয়দের তুলে দিলেন, সেদিন যোশুয়া ইস্রায়েলের সামনে প্রভুর
সাক্ষাতে একথা বললেন:

'সূর্য, গিবেয়োনে থাম!
তুমিও, চন্দ্র, আয়ালোন উপত্যকায় স্থগিত হও!'
১৩ তখন সূর্য থামল,
চন্দ্রও স্থির থাকল,
যতক্ষণ না জনগণ শত্রুদের উপর প্রতিশোধ নিল।

ন্যায়বানের পুস্তকে একথা কি লেখা নেই, 'সূর্য আকাশের মধ্যস্থানে স্থির থাকল, আর অস্তগমন করতে প্রায় পুরো
এক দিন দেরি করল? ১৪ তার আগে বা পরে এমন আর কোন দিন হয়নি, কেননা প্রভু একটি মানুষের প্রতি বাধ্য
হলেন, যেহেতু প্রভু ইস্রায়েলের পক্ষে যুদ্ধ করছিলেন।'
১৫ পরে যোশুয়া গোটা ইস্রায়েলের সঙ্গে গিল্‌গালের শিবিরে ফিরে গেলেন।

মাক্কেদার গুহায় পাঁচ রাজা

১৬ আর ওই পাঁচ রাজা পালিয়ে গিয়ে মাক্কেদার গুহায় লুকিয়েছিলেন। ১৭ যোশুয়াকে এই খবর দেওয়া হল, 'সেই
পাঁচ রাজাকে পাওয়া গেছে, ওরা মাক্কেদার গুহায় লুক্কায়িত।' ১৮ যোশুয়া বললেন, 'তোমরা সেই গুহার মুখে কয়েকটা
বড় বড় পাথর গড়িয়ে দিয়ে ওদের উপর লক্ষ রাখতে সেখানে লোক মোতায়েন কর; ১৯ কিন্তু তোমরা দাঁড়িয়ে থেকো
না, শত্রুদের পিছনে ধাওয়া কর, সৈন্যদলের পশ্চাদ্ভাগেই তাদের আক্রমণ কর, এবং তাদের নিজ নিজ শহরগুলিতে
ঢুকতে দিয়ো না, কেননা তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু তাদের তোমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন।' ২০ যোশুয়া ও ইস্রায়েল
সন্তানেরা তাদের সর্বনাশ না ঘটানো পর্যন্তই মহাসংহারে তাদের সংহার করার পর এবং যারা বেঁচে রয়েছিল, তারা
তাদের হাত থেকে পালিয়ে প্রাচীর-ঘেরা শহরগুলিতে ঢোকবার পর ২১ গোটা জনগণ মাক্কেদায় যোশুয়ার কাছে শিবিরে
ফিরে এল। আর ইস্রায়েল সন্তানদের বিরুদ্ধে আর কেউই জিহ্বা নাড়াল না!
২২ তখন যোশুয়া বললেন, 'গুহাটার মুখ খোল ও সেখান থেকে ওই পাঁচ রাজাকে বের করে আমার কাছে আন।'
২৩ তারা সেইমত করল, যেরুসালেমের রাজা, হেব্রোনের রাজা, যার্মুতের রাজা, লাখিশের রাজা ও এগ্লোনের রাজা,
এই পাঁচ রাজাকে গুহা থেকে বের করে তাঁর কাছে আনল। ২৪ ওই পাঁচ রাজাকে যোশুয়ার কাছে আনা হলে তিনি
ইস্রায়েলের সকল পুরুষকে কাছে ডাকলেন, এবং যারা তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল, তাদের নেতাদের বললেন, 'এগিয়ে
এসো, এই রাজাদের ঘাড়ে পা দাও।' তারা এগিয়ে এসে তাঁদের ঘাড়ে পা দিল। ২৫ যোশুয়া বলে চললেন, 'ভয় করো
না, নিরাশ হয়ো না! বলবান হও ও সাহস ধর, কেননা তোমরা যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, সেই সকল শত্রুদের প্রতি
প্রভু তেমনিই করবেন।' ২৬ তাই বলে যোশুয়া সেই পাঁচ রাজাকে আঘাত করে প্রাণে মারলেন ও পাঁচটা গাছে ঝুলিয়ে
দিলেন; তাঁরা সন্ধ্যা পর্যন্ত গাছে ঝুলানো রইলেন। ২৭ সূর্যাস্তের সময়ে তারা যোশুয়ার আজ্ঞায় তাঁদের গাছ থেকে
নামিয়ে, যে গুহাতে তাঁরা লুকিয়েছিলেন, সেই গুহায় ফেলে দিল ও গুহাটার মুখে কয়েকটা বড় বড় পাথর দিয়ে
রাখল; পাথরগুলি আজ পর্যন্তই সেখানে রয়েছে।

দক্ষিণ শহরগুলো হস্তগত

২৮ সেদিনে যোশুয়া মাক্কেদা হস্তগত করলেন, এবং মাক্কেদা ও সেখানকার রাজাকে খড়্গের আঘাতে প্রাণে
মারলেন ও সেখানকার সমস্ত প্রাণীকে বিনাশ-মানতের বস্তু করলেন; কাউকে বাঁচিয়ে রাখলেন না; যেরিখোর রাজার
প্রতি যেমন করেছিলেন, মাক্কেদার রাজার প্রতিও তেমনি করলেন।
২৯ পরে যোশুয়া ও তাঁর সঙ্গে গোটা ইস্রায়েল মাক্কেদা থেকে লিব্‌নায় গিয়ে লিব্‌নার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন। ৩০ প্রভু
লিব্‌না ও সেখানকার রাজাকেও ইস্রায়েলের হাতে তুলে দিলেন, আর ইস্রায়েলীয়েরা লিব্‌না ও সেখানকার সমস্ত
প্রাণীকে খড়্গের আঘাতে প্রাণে মারল। তার মধ্যে কাউকে বাঁচিয়ে রাখল না; যেরিখোর রাজার প্রতি যেমন করেছিল,
সেখানকার রাজার প্রতিও তেমনি করল।
৩১ পরে যোশুয়া ও তাঁর সঙ্গে গোটা ইস্রায়েল লিব্‌না থেকে লাখিশে গিয়ে তার বিরুদ্ধে শিবির বসিয়ে যুদ্ধ
করলেন। ৩২ প্রভু লাখিশকে ইস্রায়েলের হাতে তুলে দিলেন, আর ইস্রায়েলীয়েরা দ্বিতীয় দিনে তা হস্তগত করে
লিব্‌নার প্রতি যেমন করেছিল, তেমনি লাখিশ ও সেখানকার সমস্ত প্রাণীকেও খড়্গের আঘাতে আঘাত করল।
৩৩ সেসময় গেজেরের রাজা হোরাম লাখিশকে সাহায্য করতে এসেছিলেন, আর যোশুয়া তাঁকে ও তাঁর লোকদের
আঘাত করলেন; তাঁর কাউকে বাঁচিয়ে রাখলেন না।
৩৪ পরে যোশুয়া ও তাঁর সঙ্গে গোটা ইস্রায়েল লাখিশ থেকে এগ্লোনে গেলেন, আর ইস্রায়েলীয়েরা সেই জায়গার
সামনে শিবির বসিয়ে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল। ৩৫ সেদিন তা হস্তগত করে, তারা লাখিশের প্রতি যেমন করেছিল,
তেমনি খড়্গের আঘাতে তা আঘাত করে সেদিন সেখানকার সমস্ত প্রাণীকে বিনাশ-মানতের বস্তু করল।
৩৬ পরে যোশুয়া ও তাঁর সঙ্গে গোটা ইস্রায়েল এগ্লোন থেকে হেব্রোনে গেলেন, আর ইস্রায়েলীয়েরা তার বিরুদ্ধে
যুদ্ধ করল। ৩৭ তারা তা হস্তগত করে সেই শহর, তার রাজাকে, তার যত উপনগর ও সমস্ত প্রাণীকে খড়্গের আঘাতে
প্রাণে মারল; এগ্লোনের প্রতি তিনি যেমন করেছিলেন, তেমনি এখানেও কাউকে বাঁচিয়ে রাখলেন না; হেব্রোন ও
সেখানকার সমস্ত প্রাণীকে বিনাশ-মানতের বস্তুই করলেন।
৩৮ পরে যোশুয়া ও তাঁর সঙ্গে গোটা ইস্রায়েল ফিরে দেবিরের দিকে এসে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন।
৩৯ ইস্রায়েলীয়েরা শহরটা, তার রাজাকে, তার যত উপনগর হস্তগত করল, এবং তারা খড়্গের আঘাতে মেরে
সেখানকার সমস্ত প্রাণীকে বিনাশ-মানতের বস্তু করল। তিনি কাউকে বাঁচিয়ে রাখলেন না। হেব্রোনের প্রতি ও লিব্‌নার
ও সেখানকার রাজার প্রতি যেমন করেছিলেন, দেবিরের ও সেখানকার রাজার প্রতি তেমনি করলেন।
৪০ এইভাবে যোশুয়া সমস্ত দেশ, পার্বত্য অঞ্চল, নেগেব, নিম্নভূমি ও পর্বতের পাদদেশ, এবং গোটা এলাকার
সমস্ত রাজাকে বশীভূত করলেন, কাউকে বাঁচিয়ে রাখলেন না; সমস্ত প্রাণীকে বিনাশ-মানতের বস্তু করলেন, যেমনটি
ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু আজ্ঞা করেছিলেন। ৪১ যোশুয়া কাদেশ-বার্নেয়া থেকে গাজা পর্যন্ত তাদের আঘাত করলেন,
এবং গিবেয়োন পর্যন্ত গোশেনের সমস্ত অঞ্চলকেও আঘাত করলেন। ৪২ যোশুয়া এই সমস্ত রাজা ও তাঁদের এলাকা
এককালেই ধরলেন, কারণ ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু ইস্রায়েলের পক্ষে যুদ্ধ করছিলেন। ৪৩ পরে যোশুয়া ও তাঁর সঙ্গে
গোটা ইস্রায়েল গিল্‌গালের শিবিরে ফিরে গেলেন।

মেরোম জলাশয়ের ধারে জয়লাভ

১১ যখন হাৎসোরের রাজা যাবিন এই সমস্ত কিছুর খবর পেলেন, তখন তিনি মাদোনের রাজা যোবাবের, সিম্রোনের
ও আক্সাফের রাজার কাছে, ২ এবং উত্তরে, পার্বত্য অঞ্চলে, কিন্নেরেথের দক্ষিণে অবস্থিত আরাবায়, নিম্নভূমিতে ও
সাগরের দিকে অবস্থিত দোর-উপপর্বতমালার রাজাদের কাছে দূত পাঠালেন। ৩ পুবে ও পশ্চিমে কানানীয়েরা ছিল,
পার্বত্য অঞ্চলে ছিল আমোরীয়েরা, হিত্তীয়েরা, পেরিজীয়েরা ও যেবুসীয়েরা, এবং হার্মোনের নিচে অবস্থিত মিস্পা
এলাকায় হিব্বীয়েরা ছিল। ৪ তাঁরা নিজ নিজ গোটা সৈন্যদল নিয়ে বের হলেন: তারা ছিল সমুদ্রের বালুকণার মতই
অসংখ্য লোক; তাদের সঙ্গে ছিল বহু বহু ঘোড়া ও যুদ্ধরথ। ৫ এই রাজারা সকলে একজোট হয়ে ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে
যুদ্ধ করার জন্য মেরোম জলাশয়ের কাছে এসে একত্রে শিবির বসালেন।
৬ তখন প্রভু যোশুয়াকে বললেন, 'ওদের ভয় করো না, কেননা আগামীকাল এই সময়েই আমি ইস্রায়েলের সামনে
ওদের সকলকে বিদ্ধই দেখাব। তুমি ওদের ঘোড়ার পায়ের শিরা কাটবে ও রথগুলো আগুনে পুড়িয়ে দেবে।' ৭ যোশুয়া
গোটা সৈন্যদল সঙ্গে নিয়ে মেরোম জলাশয়ের কাছে হঠাৎ তাদের কাছে গিয়ে পৌঁছে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।
৮ প্রভু তাদের ইস্রায়েলের হাতে তুলে দিলেন, আর ইস্রায়েলীয়েরা তাদের পরাভূত করে মহাসিদোন ও
মিস্রেফোৎ-মাইম পর্যন্ত ও পুবদিকে মিস্পার উপত্যকা পর্যন্ত তাদের পিছনে ধাওয়া করল; তাদের আঘাত করল
যেপর্যন্ত তাদের কাউকে বাঁচিয়ে রাখল না। ৯ প্রভু যেমন আজ্ঞা করেছিলেন, যোশুয়া তাদের প্রতি সেইমত ব্যবহার
করলেন: তিনি তাদের ঘোড়ার পায়ের শিরা কাটলেন ও তাদের রথগুলো আগুনে পুড়িয়ে দিলেন।

হাৎসোর হস্তগত

১০ সেসময় যোশুয়া ফিরে এসে হাৎসোর হস্তগত করলেন, ও খড়্গের আঘাতে সেখানকার রাজাকে প্রাণে
মারলেন, কেননা আগে সেই হাৎসোর সেই সকল রাজ্যের রাজধানী হয়েছিল। ১১ তিনি সেখানকার সমস্ত প্রাণীকে

বিনাশ-মানতের বস্তু করে খড়্গের আঘাতে মেরে ফেললেন; তার মধ্যে একটা প্রাণীকেও বাঁচিয়ে রাখলেন না, এবং
শেষে হাৎসোর আগুনে পুড়িয়ে দিলেন।
১২ যোশুয়া ওই রাজ-নগরগুলো ও সেখানকার সমস্ত রাজাকে হস্তগত করে খড়্গের আঘাতে তাঁদের প্রাণে
মারলেন; তাঁদের তিনি বিনাশ-মানতের বস্তু করলেন, যেমনটি প্রভুর দাস মোশী আজ্ঞা করেছিলেন। ১৩ তথাপি যে
সকল শহর নানা পর্বতচূড়ায় স্থাপিত ছিল, ইস্রায়েল সেগুলোর একটাও পোড়াল না; তারা কেবল হাৎসোর বাকি
রাখল, তা যোশুয়া নিজেই পুড়িয়ে দিলেন। ১৪ ইস্রায়েল সন্তানেরা সেই সকল শহরের সবকিছু ও পশুধন নিজেদের
জন্য লুটের মাল হিসাবে নিল, কিন্তু প্রত্যেক মানুষকে খড়্গের আঘাতে মেরে সংহার করল; তাদের মধ্যে কোন
প্রাণীকে বাঁচিয়ে রাখল না।

মোশীর সমস্ত আজ্ঞা পালিত

১৫ প্রভু তাঁর দাস মোশীকে যেমন আজ্ঞা করেছিলেন, মোশীও যোশুয়াকে যেমন আজ্ঞা দিয়েছিলেন, যোশুয়া
সেইমত ব্যবহার করলেন: প্রভু মোশীকে যে যে আজ্ঞা দিয়েছিলেন, যোশুয়া সেগুলোর একটাও অবহেলা করলেন না।
১৬ এইভাবে যোশুয়া সেই সমস্ত অঞ্চল, পার্বত্য অঞ্চল, সমস্ত নেগেব অঞ্চল, সমস্ত গোশেন দেশ, নিম্নভূমি, আরাবা
নিম্নভূমি, ইস্রায়েলের পার্বত্য অঞ্চল ও তার নিম্নভূমি দখল করলেন; ১৭ সেইরের দিকে উঠে গেছে সেই হালাক পর্বত
থেকে হার্মোন পর্বতের পাদদেশে লেবাননের উপত্যকায় অবস্থিত বায়াল-গাদ পর্যন্ত তিনি তাদের সমস্ত রাজাকে
ধরলেন, আঘাত করলেন, বধ করলেন। ১৮ যোশুয়া বহুদিন ধরে সেই রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন।
১৯ গিবেয়োন-নিবাসী হিব্বীয়েরা ছাড়া এমন আর কোন শহর ছিল না যা ইস্রায়েল সন্তানদের সঙ্গে শান্তি-চুক্তি করল;
বাকি সমস্ত কিছু তারা যুদ্ধ-সংগ্রামেই হস্তগত করল। ২০ কেননা প্রভুরই সঙ্কল্প এ ছিল যে, তাদের হৃদয় ইস্রায়েলের
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য জেদি হবে, যেন তারা বিনাশ-মানতের বস্তু হয় ও তিনি তাদের প্রতি দয়া না দেখিয়ে বরং
তাদের সংহারই করেন; যেমন প্রভু মোশীকে আজ্ঞা করেছিলেন।

আনাকীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ

২১ সেসময় যোশুয়া গিয়ে পার্বত্য অঞ্চল থেকে—হেব্রোন, দেবির ও আনাব থেকে, যুদার সমস্ত পার্বত্য অঞ্চল
থেকে ও ইস্রায়েলের সমস্ত পার্বত্য অঞ্চল থেকে আনাকীয়দের উচ্ছেদ করলেন; যোশুয়া তাদের ও তাদের শহরগুলো
বিনাশ-মানতের বস্তু করলেন। ২২ ইস্রায়েল সন্তানদের এলাকায় আনাকীয়দের কেউই বেঁচে থাকল না; কেবল গাজায়,
গাতে ও আস্‌দোদে কয়েকজন রেহাই পেল। ২৩ মোশীর কাছে প্রভুর দেওয়া সমস্ত বাণী অনুসারে যোশুয়া সমস্ত দেশ
হস্তগত করলেন; তিনি প্রতিটি গোষ্ঠী অনুযায়ী বিভাগ অনুসারে তা ইস্রায়েলের উত্তরাধিকার রূপে দিলেন। আর দেশ
যুদ্ধ থেকে স্বস্তি পেল।

ইস্রায়েলের সমস্ত জয়লাভের তালিকা

১২ যর্দনের ওপারে সূর্যাস্তের দিকে ইস্রায়েল সন্তানেরা দেশের যে যে রাজাকে পরাজিত করে তাঁদের দেশ অর্থাৎ
আর্নোন উপত্যকা থেকে হার্মোন পর্বত পর্যন্ত ও পুবদিকে সমস্ত আরাবা নিম্নভূমি হস্তগত করেছিল, সেই সেই রাজা
এই:
২ হেস্‌বোন-নিবাসী আমোরীয়দের রাজা সিহোন: তাঁর কর্তৃত্ব ছিল আর্নোন খাদনদীর সীমায় অবস্থিত আরোয়ের
উপত্যকার মধ্যবর্তী শহর থেকে, ও অর্ধেক গিলেয়াদ, আম্মোন-সন্তানদের সীমানা যাব্বোক নদী পর্যন্ত ৩ এবং
কিন্নেরেথ্‌ হ্রদ পর্যন্ত আরাবা নিম্নভূমিতে, পুবদিকে, ও বেথ্‌-যেসিমোতের পথে আরাবা নিম্নভূমিতে অবস্থিত
লবণ-সাগর পর্যন্ত, পুবদিকে, এবং পিস্‌গা-পাদদেশের নিচে দক্ষিণ দেশে। ৪ উপরন্তু বাশানের রাজা সেই ওগ,
রেফাইম-বংশের একটা অবশিষ্টাংশ থেকে যাঁর উদ্ভব ও আস্তারোতে ও এদ্রেইতে যাঁর বাসস্থান; ৫ তিনি হার্মোন
পর্বতে সাল্‌খাতে ও গেশুরীয়দের ও মায়াখাথীয়দের সীমানা পর্যন্ত গোটা বাশান দেশে, এবং হেস্‌বোনের সিহোন
রাজার সীমানা পর্যন্ত অর্ধেক গিলেয়াদ দেশে কর্তৃত্ব করছিলেন। ৬ প্রভুর দাস মোশী ও ইস্রায়েল সন্তানেরা এঁদের
পরাজিত করেছিলেন, এবং প্রভুর দাস মোশী সেই দেশের অধিকার রূবেনীয় ও গাদীয়দের এবং মানাসের অর্ধেক
গোষ্ঠীকে দিয়েছিলেন।
৭ যর্দনের এপারে, পশ্চিমদিকে, লেবাননের নিম্নভূমিতে অবস্থিত বায়াল-গাদ থেকে সেইরগামী হালাক পর্বত
পর্যন্ত যোশুয়া ও ইস্রায়েল সন্তানেরা দেশের যে যে রাজাকে পরাজিত করলেন, ও যোশুয়া যাঁদের দেশের অধিকার
নিজ নিজ বিভাগ অনুসারে ইস্রায়েলের গোষ্ঠীগুলোকে দিলেন, সেই সকল রাজা, ৮ অর্থাৎ পার্বত্য অঞ্চল, নিম্নভূমি,
আরাবা নিম্নভূমি, পর্বতমালার পাদদেশ, মরুপ্রান্তর ও দক্ষিণাঞ্চলে নিবাসী হিত্তীয়, আমোরীয়, কানানীয়, পেরিজীয়,
হিব্বীয় ও যেবুসীয় সকল রাজা এই:

৯ যেরিখোর রাজা: একজন;
বেথেলের নিকটবর্তী আইয়ের রাজা: একজন;
১০ যেরুসালেমের রাজা: একজন;
হেব্রোনের রাজা: একজন;

১১ যার্মুতের রাজা : একজন ;
লাখিশের রাজা : একজন ;
১২ এগ্লোনের রাজা : একজন ;
গেজেরের রাজা : একজন ;
১৩ দেবিরের রাজা : একজন ;
গেদেরের রাজা : একজন ;
১৪ হর্মার রাজা : একজন ;
আরাদের রাজা : একজন ;
১৫ লিব্‌নার রাজা : একজন ;
আদুল্লামের রাজা : একজন ;
১৬ মাক্কেদার রাজা : একজন ;
বেথেলের রাজা : একজন ;
১৭ তাপ্পুয়াহ্‌র রাজা : একজন ;
হেফেরের রাজা : একজন ;
১৮ আফেকের রাজা : একজন ;
শারোনের রাজা : একজন ;
১৯ মাদোনের রাজা : একজন ;
হাৎসোরের রাজা : একজন ;
২০ সিম্রোন-মেরোনের রাজা : একজন ;
আক্সাফের রাজা : একজন ;
২১ তানাখের রাজা : একজন ;
মেগিদ্দোর রাজা : একজন ;
২২ কাদেশের রাজা : একজন ;
কার্মেলে অবস্থিত যক্নেয়ামের রাজা : একজন ;
২৩ দোরের উপপর্বতে অবস্থিত দোরের রাজা : একজন ;
গিল্‌গালের জাতিগুলোর রাজা : একজন ;
২৪ তির্সার রাজা : একজন।
সবসমেত একত্রিশজন রাজা।

জয় করার বাকি এলাকা

১৩ ইতিমধ্যে যোশুয়া বৃদ্ধ হয়েছিলেন; তাঁর যথেষ্ট বয়স হয়েছিল; তখন প্রভু তাঁকে বললেন : ‘তুমি বৃদ্ধ হলে,
তোমার যথেষ্ট বয়স হল; কিন্তু অধিকার করার মত এখনও বিস্তর এলাকা বাকি রয়েছে। ২ এখনও বাকি রইল যে
এলাকা, তা এ এ : ফিলিস্তীনিদের সকল প্রদেশ ও গেশুরীয়দের সমস্ত অঞ্চল; ৩ মিশরের পুবে যে সিহোর নদী, তা
থেকে এক্রোনের উত্তর সীমানা পর্যন্ত, যা কানানীয় এলাকা বলে গণ্য; গাজাতীয়, আস্‌দোদীয়, আস্কালোনীয়, গাতীয়
ও এক্রোনীয়—ফিলিস্তীনিদের এই পাঁচ স্বৈরপতির দেশ; ৪ দক্ষিণদিকে অবস্থিত আব্বীয়দের দেশ; কানানীয়দের
গোটা অঞ্চল ও আমোরীয়দের এলাকায় অবস্থিত আফেকা পর্যন্ত সিদোনীয়দের অধীন আরা; ৫ গেবালীয়দের দেশ ও
হার্মোন পর্বতের তলে অবস্থিত বায়াল-গাদ থেকে হামাতের প্রবেশস্থান পর্যন্ত, সূর্যোদয়ের দিকে সমস্ত লেবানন;
৬ লেবানন থেকে মিস্রেফোৎ-মাইম পর্যন্ত পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী সিদোনীয়দের সমস্ত দেশ। আমি নিজেই ইস্রায়েল
সন্তানদের সামনে থেকে তাদের দেশছাড়া করব; কিন্তু তুমি তা ইস্রায়েলের উত্তরাধিকার-রূপেই বণ্টন কর, যেমনটি
আমি তোমাকে আজ্ঞা করলাম। ৭ এখন তুমি উত্তরাধিকার-রূপে ন'টি গোষ্ঠীর ও মানাসের অর্ধেক গোষ্ঠীর মধ্যে এই
দেশ ভাগ ভাগ করে দাও।’

৮ মানাসের সঙ্গে রূবেনীয়েরা ও গাদীয়েরা যর্দনের পুবপারে মোশীর দেওয়া উত্তরাধিকারের অংশ পেয়েছিল,
যেমনটি প্রভুর দাস মোশী তাদের মঞ্জুর করেছিলেন; ৯ অর্থাৎ আর্নোন উপত্যকার সীমায় অবস্থিত আরোয়ের ও
উপত্যকার মধ্যবর্তী শহর থেকে, এবং দিবোন পর্যন্ত মেদেবার সমস্ত সমতল ভূমি; ১০ আম্মোন-সন্তানদের সীমানা
পর্যন্ত আমোরীয়দের রাজা সিহোনের সকল শহর : তিনি হেস্‌বোনে রাজত্ব করেছিলেন; ১১ তাছাড়া গিলেয়াদ ও
গেশুরীয়দের ও মায়াখাথীয়দের অঞ্চল ও সমস্ত হার্মোন পর্বত এবং সাল্‌খা পর্যন্ত সমস্ত বাশান, ১২ অর্থাৎ বাশানে সেই
ওগের সমস্ত রাজ্য, যিনি আস্তারোতে ও এদ্রেইতে রাজত্ব করেছিলেন ও ছিলেন রেফাইমদের মধ্যে শেষ অবশিষ্ট
মানুষ; মোশী এঁদের আঘাত করে দেশছাড়া করেছিলেন। ১৩ তথাপি ইস্রায়েল সন্তানেরা গেশুরীয়দের ও
মায়াখাথীয়দের দেশছাড়া করেনি; তাই গেশুরীয় ও মায়াখাথীয় আজ পর্যন্ত ইস্রায়েলের মধ্যে বাস করে আসছে।

১৪ কেবল লেবি গোষ্ঠীকে মোশী কোন উত্তরাধিকার দেননি; ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে যে অগ্নিদগ্ধ
অর্ঘ্য, তা-ই তার উত্তরাধিকার, যেমনটি তিনি মোশীকে বলেছিলেন।

১৫ মোশী তাদের গোত্র অনুসারে রূবেন-সন্তানদের গোষ্ঠীকে একটা স্বত্বাংশ দিয়েছিলেন: ১৬ তাদের এলাকা ছিল
আর্নোন উপত্যকার সীমায় অবস্থিত আরোয়ের থেকে ও উপত্যকার মধ্যবর্তী শহর ও মেদেবার নিকটবর্তী সমস্ত
সমতল ভূমি; ১৭ হেস্‌বোন ও সমতল ভূমিতে অবস্থিত তার সকল শহর, দিবোন, বামোৎ-বায়াল,
বেথ্-বায়াল-মেয়োন, ১৮ যাহাস, কেদেমোৎ ও মেফায়াৎ, ১৯ কিরিয়াথাইম, সিব্‌মা ও উপত্যকার পর্বতমালায় অবস্থিত
সেরেৎ-সাহার, ২০ বেথ্-পেওর, পিস্‌গার পাদদেশ ও বেথ্-যেসিমোৎ; ২১ সমতল ভূমিতে অবস্থিত সকল শহর ও
আমোরীয়দের রাজা সেই সিহোনের সমস্ত রাজ্য, যিনি হেস্‌বোনে রাজত্ব করেছিলেন; মোশী তাঁকে এবং মিদিয়ানের
নেতাদের, অর্থাৎ সেই দেশনিবাসী এবি, রেকেম, সূর, হুর ও রেবা নামে সিহোনের সামন্তরাজদের পরাজিত
করেছিলেন। ২২ ইস্রায়েল সন্তানেরা খড়্গের আঘাতে যাদের প্রাণে মেরেছিল, তাদের মধ্যে বেয়োরের সন্তান
মন্ত্রজালিক সেই বালায়ামকেও প্রাণে মেরেছিল। ২৩ যর্দন ও তার অঞ্চল ছিল রূবেন-সন্তানদের সীমানা;
রূবেন-সন্তানদের গোত্র অনুসারে নিজ নিজ গ্রাম সমেত এই সকল শহর হল তাদের উত্তরাধিকার।
২৪ মোশী গাদ-সন্তানদের গোত্র অনুসারে গাদ গোষ্ঠীকে একটা স্বত্বাংশ দিয়েছিলেন: ২৫ তারা পেল যাসের দেশ ও
গিলেয়াদের সকল শহর ও রাব্বার সামনে অবস্থিত আরোয়ের পর্যন্ত আম্মোনীয়দের অর্ধেক অঞ্চল; ২৬ হেস্‌বোন
থেকে রামাৎ-মিস্পে ও বেটোনিম পর্যন্ত এবং মাহানাইম থেকে লদেবারের এলাকা পর্যন্ত; ২৭ উপত্যকায় তারা পেল
বেথ্-হারাম ও বেথ্-নিম্রা, সুক্কোৎ, জাফোন, হেস্‌বোনের রাজা সিহোনের বাকি রাজ্য এবং যর্দনের পুবে অর্থাৎ
কিন্নেরেথ্ হ্রদের প্রান্ত পর্যন্ত যর্দন ও তার অঞ্চল। ২৮ গাদ-সন্তানদের গোত্র অনুসারে নিজ নিজ গ্রাম সমেত এই সকল
শহর হল তাদের উত্তরাধিকার।
২৯ মোশী তাদের গোত্র অনুসারে মানাসের অর্ধেক গোষ্ঠীকে একটা স্বত্বাংশ দিয়েছিলেন: ৩০ তাদের এলাকা
মাহানাইম থেকে সমস্ত বাশান, বাশানের রাজা ওগের সমস্ত রাজ্য ও বাশানে অবস্থিত যায়িরের সকল শহর, অর্থাৎ
ষাটটা শহর। ৩১ অর্ধেক গিলেয়াদ, আস্তারোৎ ও এদ্রেই, বাশানে ওগের এই রাজ-নগরগুলি মানাসের সন্তান মাখিরের
সন্তানদের, অর্থাৎ গোত্র অনুসারে মাখিরের সন্তানদের অর্ধেক সংখ্যার উত্তরাধিকার-রূপে দেওয়া হল।
৩২ যেরিখোর কাছে যর্দনের পুবপারে মোয়াবের নিম্নভূমিতে মোশী এই সমস্ত এলাকা বণ্টন করেছিলেন; ৩৩ কিন্তু
লেবি-গোষ্ঠীকে মোশী কোন উত্তরাধিকার দিলেন না: ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুই তাদের উত্তরাধিকার, যেমনটি তিনি
তাদের বলেছিলেন।

কানান দেশে ইস্রায়েলের এলাকা

১৪ কানান দেশে ইস্রায়েল সন্তানেরা উত্তরাধিকার-রূপে এই সমস্তই পেল; এলেয়াজার যাজক, নূনের সন্তান যোশুয়া
ও ইস্রায়েল সন্তানদের গোষ্ঠীগুলোর পিতৃকুলপতিরা এই সমস্ত কিছু তাদের উত্তরাধিকার বলে নিরূপণ করলেন;
২ সাড়ে নয় গোষ্ঠী সম্বন্ধে প্রভু মোশীর মধ্য দিয়ে যেমন আজ্ঞা করেছিলেন, সেই অনুসারে তাদের উত্তরাধিকার
গুলিবাঁট ক্রমেই নিরূপণ করা হল। ৩ কেননা যর্দনের ওপারে মোশী নিজেই আড়াই গোষ্ঠীকে তার নিজ নিজ
উত্তরাধিকার দিয়েছিলেন, কিন্তু তাদের মধ্যে লেবীয়দের উত্তরাধিকার দেননি; ৪ বাস্তবিকই যোসেফ-সন্তানেরা দুই
গোষ্ঠী হল: মানাসে ও এফ্রাইম; আর লেবীয়দের কাছে [প্রতিশ্রুত] দেশে কোন স্বত্বাংশ দেওয়া হল না, কেবল
কয়েকটা শহর দেওয়া হল যেখানে তারা বাস করতে পারে; তাদের পশুপাল ও সম্পত্তির জন্য সেই সকল শহরের
চারণভূমিও দেওয়া হল। ৫ প্রভু মোশীকে যেমন আজ্ঞা করেছিলেন, ইস্রায়েল সন্তানেরা সেইমত কাজ করে নিজেদের
মধ্যে দেশ ভাগ করে নিল।
৬ তখন এমনটি ঘটল যে, যুদা-সন্তানেরা গিল্‌গালে যোশুয়ার কাছে এল, আর কেনিজীয় যেফুন্নির সন্তান কালেব
তাঁকে বললেন, 'প্রভু কাদেশ-বার্নেয়াতে পরমেশ্বরের মানুষ মোশীকে আমার ও তোমার বিষয়ে যে কথা বলেছিলেন,
তা তুমি জান। ৭ আমার বয়স যখন চল্লিশ বছর, তখন প্রভুর দাস মোশী দেশ পরিদর্শন করতে কাদেশ-বার্নেয়া থেকে
আমাকে পাঠিয়েছিলেন, আর আমি ফিরে এসে তাঁর কাছে আমার মনের কথা স্পষ্টই জানিয়েছিলাম। ৮ আমার যে
ভাইয়েরা আমার সঙ্গে গিয়েছিল, তারা জনগণের মন ভেঙে দিয়েছিল, কিন্তু আমি আমার পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি পূর্ণ
বিশ্বস্ততা দেখিয়েছিলাম। ৯ মোশী সেদিন এই বলে শপথ করেছিলেন, যে ভূমির উপরে পা বাড়িয়েছ, সেই ভূমি
তোমার ও চিরকাল ধরে তোমার সন্তানদের উত্তরাধিকারে থাকবে; কেননা তুমি আমার পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি পূর্ণ
বিশ্বস্ততা দেখিয়েছ। ১০ এখন, দেখ, মরুপ্রান্তরে ইস্রায়েলের চলাকালে যে সময়ে প্রভু মোশীকে সেই কথা বলেছিলেন,
সেসময় থেকে প্রভু তাঁর বাণী অনুসারে এই পঁয়তাল্লিশ বছর আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন; আর আজ, দেখ, আমার
বয়স পঁচাশি বছর। ১১ মোশী যেদিন আমাকে পাঠান, সেদিন আমি যেমন বলিষ্ঠ ছিলাম, আজও তেমনি আছি; যুদ্ধের
জন্য এবং বাইরে যাবার ও ভিতরে আসবার জন্য আমার তখন যেমন বল ছিল, এখনও তেমন বল আছে। ১২ তাই
সেদিন প্রভু এই যে পর্বতের কথা উল্লেখ করেছিলেন, এবার এই পর্বত আমাকে দাও, কেননা তুমি সেদিন জানতে
পেরেছিলে যে, সেখানে আনাকীয়েরা আছে, বিরাট ও প্রাচীরে ঘেরা কতগুলো নগরও আছে; আমার আশা: প্রভু
আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন, আর আমি প্রভুর সেই বাণী অনুসারে তাদের দেশছাড়া করব।' ১৩ তখন যোশুয়া তাঁকে
আশীর্বাদ করলেন, এবং যেফুন্নির সন্তান কালেবকে উত্তরাধিকার-রূপে হেব্রোন দিলেন। ১৪ এজন্য আজ পর্যন্ত
হেব্রোনে কেনিজীয় যেফুন্নির সন্তান কালেবের উত্তরাধিকার রয়েছে, কেননা তিনি ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি পূর্ণ

বিশ্বস্ততা দেখিয়েছিলেন। ১৫ পুরাকালে হেব্রোনের নাম কিরিয়াৎ-আর্বা ছিল: ওই আর্বা আনাকীয়দের মধ্যে সবচেয়ে
বড় লোক ছিলেন। আর দেশ যুদ্ধ থেকে স্বস্তি পেল।

যুদা গোষ্ঠীর স্বত্বাংশ

১৫ গুলিবাঁট ক্রমে নিজ নিজ গোত্র অনুসারে যুদা-সন্তানদের গোষ্ঠীর যে স্বত্বাংশ নিরূপিত হল, তা এদোমের
সীমানায় অবস্থিত, অর্থাৎ নেগেবের দিকে, সর্বদক্ষিণ প্রান্তে সীন মরুপ্রান্তর পর্যন্ত বিস্তৃত। ২ লবণ-সাগরের প্রান্ত থেকে
অর্থাৎ নেগেবমুখী জিহ্বা-ভূমি থেকেই তাদের দক্ষিণ সীমানার আরম্ভ; ৩ আর তা দক্ষিণদিকে আক্রাব্বিম
আরোহণ-পথ দিয়ে সীন পর্যন্ত গেল, এবং কাদেশ-বার্নেয়ার দক্ষিণদিক হয়ে ঊর্ধ্বের দিকে গেল; পরে হেস্রোনে গিয়ে
আদ্দারের দিকে ঊর্ধ্বগামী হয়ে কার্কা পর্যন্ত ঘুরে গেল। ৪ পরে আস্মোন হয়ে মিশরের খরস্রোত পর্যন্ত বের হয়ে
গেল; আর ওই সীমানার শেষ প্রান্ত সমুদ্রে ছিল: এ হবে তোমাদের দক্ষিণ সীমানা। ৫ পুব সীমানা ছিল যর্দনের
মোহনা পর্যন্ত লবণ-সাগর। উত্তরদিকের সীমানা যর্দনের মোহনায় সমুদ্রের জিহ্বা-ভূমি থেকে শুরু করে বেথ্-হগ্লায়
ঊর্ধ্বে গিয়ে ৬ বেথ্-আরাবার উত্তরদিক হয়ে গেল, পরে রূবেন-সন্তান বোহানের পাথর পর্যন্ত উঠে গেল। ৭ আবার,
সেই সীমানা আখোর উপত্যকা থেকে দেবিরের দিকে গেল; পরে খরস্রোতের দক্ষিণ পারে অবস্থিত আদুম্মিম
আরোহণ-পথের সামনে অবস্থিত গিল্গালের দিকে মুখ করে উত্তরদিকে গেল, ও এন-শেমেশ নামে জলাশয়ের দিকে
চলে গেল, আর তার শেষ প্রান্ত এন-রোগেলে ছিল। ৮ সেই সীমানা বেন্-হিন্নোম উপত্যকা দিয়ে উঠে যেবুসের অর্থাৎ
যেরুসালেমের দক্ষিণ পাশ দিয়ে গেল, এবং পশ্চিমে হিন্নোম উপত্যকার সামনে ও রেফাইম সমতল ভূমির উত্তরপ্রান্তে
অবস্থিত পর্বতচূড়া পর্যন্ত গেল। ৯ পরে সেই সীমানা ওই পর্বতচূড়া থেকে নেপ্তোয়াহ্‌র জলাশয়ের উৎস পর্যন্ত বিস্তৃত
হল, এবং এফ্রোন পর্বতের কাছে অবস্থিত শহরগুলি পর্যন্ত বের হয়ে গেল; পরে বায়ালা অর্থাৎ কিরিয়াৎ-যেয়ারিম
পর্যন্ত গেল; ১০ পরে বায়ালা থেকে সেইর পর্বত পর্যন্ত পশ্চিমদিকে ঘুরে যেয়ারিম পর্বতের উত্তর পাশে অর্থাৎ
কেসালোন পর্যন্ত গেল; পরে বেথ্-শেমেশে নিচের দিকে গিয়ে তিম্নার মধ্য দিয়ে গেল। ১১ পরে সেই সীমানা
এফ্রোনের উত্তর পাশ পর্যন্ত গেল, সিক্কারোন পর্যন্ত বিস্তৃত হল ও বালা পর্বত হয়ে যাব্‌নেয়েলে গিয়ে তার শেষ প্রান্ত
সমুদ্রে পড়ল। ১২ পশ্চিম সীমানা ছিল মহাসমুদ্র ও তার অঞ্চল। নিজ নিজ গোত্র অনুসারে যুদা-সন্তানদের চতুঃসীমানা
এই।

১৩ যোশুয়ার কাছে প্রভুর দেওয়া আজ্ঞা অনুসারে যেফুন্নির সন্তান কালেবকে যুদা-সন্তানদের মধ্যেই স্বত্বাংশ দেওয়া
হল: তাঁকে দেওয়া হল কিরিয়াৎ-আর্বা, অর্থাৎ হেব্রোন; ওই আর্বা আনাকের পিতা। ১৪ কালেব সেখান থেকে
আনাকের তিন সন্তান শেশাই, আহিমান ও তাল্‌মাইকে তাড়িয়ে দিলেন; তারা ছিল আনাকের বংশধর। ১৫ সেখান
থেকে তিনি দেবিরের অধিবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন; আগে দেবিরের নাম ছিল কিরিয়াৎ-সেফের।
১৬ কালেব বললেন, 'যে কেউ কিরিয়াৎ-সেফের আক্রমণ করে হস্তগত করবে, তার সঙ্গে আমি আমার মেয়ে আক্সার
বিবাহ দেব।' ১৭ কালেবের ভাই কেনাজের সন্তান অৎনিয়েল শহরটা হস্তগত করলে তিনি তাঁর সঙ্গে তাঁর আপন মেয়ে
আক্সার বিবাহ দিলেন। ১৮ ওই মেয়ে স্বামীর ঘরে এলে স্বামী তার মনে এই চিন্তা ঢোকালেন, সে যেন পিতার কাছে
একটা মাঠ চায়। কিন্তু সে গাধা থেকে নামলে কালেব তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যাপারটা কি?' ১৯ উত্তরে সে বলল,
'একটি আশীর্বাদ দান করুন: যেহেতু আপনি আমাকে নেগেব অঞ্চলটা দিয়েছেন, সেজন্য জলের উৎসগুলিও
আমাকে দিন।' তাই তিনি তাকে উপরের উৎসগুলো ও নিচের উৎসগুলো দিলেন।

২০ নিজ নিজ গোত্র অনুসারে যুদা-সন্তানদের গোষ্ঠীর উত্তরাধিকার এই: ২১ নেগেবে এদোমের সীমানার কাছে
যুদা-সন্তানদের গোষ্ঠীর প্রান্তে অবস্থিত শহরগুলো এ এ: কাব্‌সেল, এদের, যাগুর, ২২ কিনা, দিমোনা, আরারা,
২৩ কেদেশ, হাৎসোর, ইৎনান, ২৪ জিফ, টেলেম, বেয়ালোট, ২৫ হাৎসোর-হাদাত্তা, কেরিয়োৎ-হেস্রোন অর্থাৎ হাৎসোর,
২৬ আমাম, শেমা, মোলাদা, ২৭ হাৎসার-গাদ্দা, হেস্‌মোন, বেথ্-পেলেট, ২৮ হাৎসার-সুয়াল, বের্‌শেবা ও তার যত
উপনগর, ২৯ বায়ালা, ইম, এৎসেম, ৩০ এল্‌তোলাদ, কেসিল, হর্মা, ৩১ সিক্লাগ, মাদ্‌মান্না ও সান্‌সান্না, ৩২ লেবায়োৎ,
সিল্‌হিম ও আইন-রিম্মোন: নিজ নিজ গ্রাম সমেত ঊনত্রিশটা শহর।

৩৩ পশ্চিম উপপার্বত্য অঞ্চলে:

এষ্টায়োল, জরা, আস্‌না, ৩৪ জানোয়াহ্‌, এন-গান্নিম, তাপ্পুয়াহ্‌, এনাম, ৩৫ যার্মুৎ, আদুল্লাম, সোখো, আজেকা,
৩৬ শায়ারাইম, আদিথাইম, গেদেরা ও গেদেরোথাইম: নিজ নিজ গ্রাম সমেত সবসুদ্ধ চৌদ্দটা শহর;

৩৭ সেনান, হাদাসা, মিগ্‌দাল-গাদ, ৩৮ দিলেয়ান, মিস্পে, যক্তেল, ৩৯ লাখিশ, কস্কাৎ, এগ্লোন, ৪০ কাব্বোন,
লাহ্‌মাস, কিৎলিস, ৪১ গেদেরোৎ, বেথ্-দাগোন, নায়ামা, মাক্কেদা: নিজ নিজ গ্রাম সমেত ষোলটা শহর;

৪২ লিব্‌না, এথের, আসান, ৪৩ ইপ্তা, আস্‌না, নেৎসিব, ৪৪ কেইলা, আক্‌জিব ও মারেসা: নিজ নিজ গ্রাম সমেত
ন'টা শহর;

৪৫ এক্রোন ও তার উপনগর ও গ্রামসকল; ৪৬ এক্রোন থেকে সমুদ্র পর্যন্ত আস্‌দোদের নিকটবর্তী সমস্ত জায়গা ও
গ্রামগুলো;

৪৭ আস্‌দোদ ও তার উপনগর ও গ্রামসকল; গাজা ও তার উপনগর ও গ্রামসকল মিশরের খরস্রোত পর্যন্ত,
মহাসমুদ্র ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল।

৪৮ পার্বত্য অঞ্চলে:

শামির, যাত্তির, সোখো, ৪৯ দান্না, কিরিয়াৎ-সান্না অর্থাৎ দেবির, ৫০ আনাব, এস্টেমোয়া, আনিম, ৫১ গোশেন, হোলোন ও গিলো : নিজ নিজ গ্রাম সমেত এগারটা শহর;

৫২ আরাব, দুমা, এসেয়ান, ৫৩ যানুম, বেথ্‌-তাপ্পুয়াহ্‌, আফেকা, ৫৪ হুম্‌টা, কিরিয়াৎ-আর্বা অর্থাৎ হেব্রোন ও সিয়োর : নিজ নিজ গ্রাম সমেত ন'টা শহর;

৫৫ মায়োন, কার্মেল, জিফ, যুট্টা, ৫৬ যেস্রেয়েল, যক্‌দেয়াম, সানোয়াহ্‌, ৫৭ কাইন, গিবেয়া ও তিম্না : নিজ নিজ গ্রাম সমেত দশটা শহর;

৫৮ হাল্‌হুল, বেথ্‌-সূর, গেদোর, ৫৯ মায়ারাৎ, বেথ্‌-হানোৎ ও এল্‌তেকোন : নিজ নিজ গ্রাম সমেত ছ'টা শহর।

৬০ কিরিয়াৎ-বায়াল অর্থাৎ কিরিয়াৎ-যেয়ারিম ও রাব্বা : নিজ নিজ গ্রাম সমেত দু'টো শহর।

৬১ মরুপ্রান্তরে :

বেথ্‌-আরাবা, মিদ্দিন, সেকাখা, ৬২ নিব্‌সান, লবণ-নগর ও এন্‌-গেদি : নিজ নিজ গ্রাম সমেত ছ'টা শহর।

৬৩ যুদা-সন্তানেরা যেরুসালেম-নিবাসী যেবুসীয়দের দেশছাড়া করতে পারল না; তাই যেবুসীয়েরা আজ পর্যন্ত যুদা-সন্তানদের সঙ্গে যেরুসালেমে বাস করে আসছে।

এফ্রাইম ও মানাসে গোষ্ঠীর স্বত্বাংশ

১৬ গুলিবাঁট ক্রমে যোসেফ-সন্তানদের স্বত্বাংশ যেরিখোর কাছে যর্দন থেকে—অর্থাৎ পুবে অবস্থিত যেরিখোর জলাশয় থেকে—পার্বত্য অঞ্চলে যেরিখো থেকে ঊর্ধ্বগামী মরুপ্রান্তর বেয়ে বেথেলে গেল; ২ পরে বেথেল থেকে লুজায় এগিয়ে গেল, এবং সেই স্থান হয়ে আর্কীয়দের সীমানা পর্যন্ত আটারোতে এগিয়ে গেল; ৩ আর পশ্চিমদিকে যাফ্‌লেটীয়দের সীমানার দিকে নিচের বেথ্‌-হোরোনের সীমানা পর্যন্ত, গেজের পর্যন্তও এগিয়ে গেল, ও তার সীমানার শেষ প্রান্ত সমুদ্রে ছিল। ৪ এইভাবেই যোসেফ-সন্তান মানাসে ও এফ্রাইম নিজ নিজ উত্তরাধিকার পেল।

৫ নিজ নিজ গোত্র অনুসারে এফ্রাইম-সন্তানদের এলাকা এই: পুবদিকে উপরের বেথ্‌-হোরোন পর্যন্ত আটারোৎ-আদ্দার হল তাদের উত্তরাধিকারের সীমানা; ৬ পরে ওই সীমানা পশ্চিমদিকে মিক্‌মেথাতের উত্তরে নির্গত হল; পরে পুবদিকে ঘুরে তায়ানাৎ-শীলো পর্যন্ত গিয়ে তার কাছ দিয়ে যানোয়াহ্‌র পুবদিকে গেল। ৭ পরে যানোয়াহ্‌ থেকে আটারোৎ ও নায়ারা হয়ে যেরিখো পর্যন্ত গিয়ে যর্দনে নির্গত হল। ৮ পরে সেই সীমানা তাপ্পুয়াহ্‌ থেকে পশ্চিমদিক হয়ে কান্না খরস্রোতে গেল, ও তার সীমানার শেষ প্রান্ত সমুদ্রে ছিল। নিজ নিজ গোত্র অনুসারে এ ছিল এফ্রাইম-সন্তানদের গোষ্ঠীর উত্তরাধিকার। ৯ এছাড়া মানাসে-সন্তানদের উত্তরাধিকারের মধ্যে এফ্রাইম-সন্তানদের জন্য আলাদা করে রাখা নানা শহর ও সেগুলোর গ্রাম ছিল।

১০ তারা গেজের-নিবাসী কানানীয়দের দেশছাড়া করতে পারল না; কানানীয়েরা আজ পর্যন্ত এফ্রাইমের মধ্যে বাস করে আসছে, কিন্তু তাদের উপরে মেহনতি কাজ চাপিয়ে দেওয়া আছে।

১৭ গুলিবাঁট ক্রমে মানাসে গোষ্ঠীর যে স্বত্বাংশ নিরূপিত হল, তা এই, কেননা তিনি ছিলেন যোসেফের জ্যেষ্ঠ পুত্র। কিন্তু গিলেয়াদের পিতা অর্থাৎ মানাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র মাখির যোদ্ধা হওয়ায় গিলেয়াদ ও বাশান পেয়েছিলেন। ২ তাই নিজ নিজ গোত্র অনুসারে মানাসের অন্যান্য সন্তানদের, যথা আবিয়েজেরের সন্তানদের, হেলেকের সন্তানদের, আস্রিয়েলের সন্তানদের, সিখেমের সন্তানদের, হেফেরের সন্তানদের ও শেমিদার সন্তানদের নিজ নিজ স্বত্বাংশ দেওয়া হল; নিজ নিজ গোত্র অনুসারে এরাই যোসেফের সন্তান মানাসের পুত্রসন্তান।

৩ কিন্তু সেলফ্‌হাদ—মানাসের সন্তান মাখির, মাখিরের সন্তান গিলেয়াদ, গিলেয়াদের সন্তান হেফের—এই হেফেরের সন্তান সেলফ্‌হাদের কোন ছেলে ছিল না; কেবল কয়েকটি মেয়ে ছিল, যাদের নাম এই : মাহ্‌লা, নোয়া, হগ্‌লা, মিল্কা ও তির্সা। ৪ এরা এলেয়াজার যাজকের, নূনের সন্তান যোশুয়ার ও জননেতাদের সামনে এসে বলল, 'প্রভু মোশীকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন, যেন আমাদের ভাইদের মধ্যে আমাদের একটা উত্তরাধিকার দেওয়া হয়।' তাই প্রভুর আজ্ঞামত তিনি তাদের পিতার ভাইদের মধ্যে তাদের একটা উত্তরাধিকার দিলেন। ৫ তাতে যর্দনের ওপারে, সেই গিলেয়াদ ও বাশান দেশ ছাড়া মানাসের হাতে দশ ভাগ পড়ল, ৬ কারণ মানাসের সন্তানদের মধ্যে তার কন্যারাও উত্তরাধিকার পেল; আর মানাসের অন্য সন্তানেরা গিলেয়াদ অঞ্চল পেল।

৭ মানাসের সীমানা আসের দিক থেকে সিখেমের সামনে অবস্থিত মিক্‌মেথাৎ ছিল; পরে ওই সীমানা ডান পাশে তাপ্পুয়াহ্‌র জলের উৎসের কাছে অবস্থিত যাসিব পর্যন্ত গেল। ৮ মানাসে তাপ্পুয়াহ্‌ অঞ্চল পেল, কিন্তু মানাসের সীমানায় সেই তাপ্পুয়াহ্‌ এফ্রাইম-সন্তানদেরই ছিল; ৯ ওই সীমানা কান্না খরস্রোত পর্যন্ত, খরস্রোতের দক্ষিণ তীরে নেমে গেল; মানাসের শহরগুলোর মধ্যে অবস্থিত এই সকল শহর এফ্রাইমেরই ছিল; মানাসের সীমানা খরস্রোতের উত্তরদিকে ছিল, এবং তার সীমানার শেষ প্রান্ত সমুদ্রে ছিল। ১০ দক্ষিণদিকের অঞ্চল ছিল এফ্রাইমের, ও উত্তরদিকের অঞ্চল ছিল মানাসের; এবং সমুদ্রই ছিল তার সীমানা; তারা উত্তরদিকে আসেরের ও পুবদিকে ইসাখারের পার্শ্ববর্তী ছিল। ১১ উপরন্তু ইসাখারের ও আসেরের মধ্যে নিজ গ্রামগুলির সঙ্গে বেথ্‌-সেয়ান, নিজ গ্রামগুলির সঙ্গে ইব্‌লেয়াম, নিজ গ্রামগুলির সঙ্গে দোরের অধিবাসীরা, নিজ গ্রামগুলির সঙ্গে এন-দোরের অধিবাসীরা, নিজ গ্রামগুলির সঙ্গে তায়ানাখের অধিবাসীরা, নিজ গ্রামগুলির সঙ্গে মেগিদ্দোর অধিবাসীরা এবং পার্বত্য অঞ্চলের তিন চূড়া মানাসেরই ছিল। ১২ কিন্তু মানাসের সন্তানেরা সেই সমস্ত শহরবাসীকে দেশছাড়া করতে পারল না, আর কানানীয়েরা সেই অঞ্চলে বাস করতে

থাকল। ১৩ পরে ইস্রায়েল সন্তানেরা যখন প্রবল হল, তখন কানানীয়দের উপরে মেহনতি কাজ চাপিয়ে দিল; কিন্তু
তবুও তাদের কখনও সম্পূর্ণরূপে দেশছাড়া করল না।
১৪ যোসেফ-সন্তানেরা যোশুয়াকে বলল, 'আপনি কেন আমাকে উত্তরাধিকার-রূপে কেবল এক অংশ, কেবল এক
ভাগ দিলেন? প্রভু আমাকে এমন প্রচুর আশিসে ধন্য করেছেন যে আমি বহুসংখ্যক এক জাতি হয়েছি।' ১৫ যোশুয়া
উত্তর দিলেন, 'তুমি যখন এত বহুসংখ্যক এক জাতি, তখন সেই বনে উঠে যাও ও সেখানে পেরিজীয়দের ও
রেফাইমদের এলাকায় তোমার ইচ্ছামত বন কেটে ফেল—যেহেতু এফ্রাইমের পার্বত্য অঞ্চল তোমার পক্ষে সঙ্কীর্ণ।'
১৬ যোসেফ-সন্তানেরা বলল, 'পার্বত্য অঞ্চল আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়; তাছাড়া উপত্যকায় যে সমস্ত কানানীয় বাস
করে—বিশেষভাবে যারা বেথ্‌-সেয়ানে ও সেখানকার উপনগরগুলোতে এবং যেস্রেয়েল সমতল ভূমিতে বাস করে,
তাদের লোহার রথ আছে।' ১৭ যোশুয়া যোসেফকুলকে অর্থাৎ এফ্রাইম ও মানাসেকে বললেন, 'তুমি বহুসংখ্যক এক
জাতি, তোমার পরাক্রমও মহান; তুমি কেবল এক অংশের অধিকারী হবে না, ১৮ কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলও তোমার হবে।
তা বন বটে, কিন্তু সেই গাছগুলো কেটে ফেললে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত তা তোমার হবে; কেননা
কানানীয়দের লোহার রথ ও পরাক্রম থাকলেও তুমি তাদের দেশছাড়া করবেই।'

বাকি গোষ্ঠীগুলোর স্বত্বাংশ বণ্টনের জন্য গুলিবাঁট

১৮ ইস্রায়েল সন্তানদের গোটা জনমণ্ডলী শীলোতে এসে একত্রে সমবেত হয়ে সেখানে সাক্ষাৎ-তাঁবু স্থাপন করল।
দেশকে তাদের বশীভূত করা হয়েছিল। ২ নিজ নিজ উত্তরাধিকার তখনও পায়নি, ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে এমন
সাত গোষ্ঠী বাকি ছিল। ৩ তখন যোশুয়া ইস্রায়েল সন্তানদের বললেন, 'তোমাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভু
তোমাদের যে দেশ দিয়েছেন, সেই দেশে গিয়ে তা অধিকার করতে তোমরা আর কত সময় নষ্ট করবে? ৪ তোমরা
তোমাদের এক এক গোষ্ঠীর তিন তিনজনকে বেছে নাও। আমি তাদের প্রেরণ করব, আর তারা উঠে অঞ্চলের সর্বত্র
ঘুরে তাদের উত্তরাধিকার উদ্দেশ্য ক'রে ভূমি জরিপ করবে ও আমার কাছে ফিরে আসবে। ৫ তারা তা সাত ভাগে
বিভক্ত করবে: দক্ষিণদিকে তার নিজের এলাকায় যুদা থাকবে, এবং উত্তরদিকে তার নিজের এলাকায় যোসেফকুল
থাকবে। ৬ তোমরা দেশটি সাত অংশ অনুসারে জরিপ করে তার লিখিত বর্ণনা আমার কাছে আনবে আর আমি
এখানে আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সাক্ষাতে তোমাদের জন্য গুলিবাঁট করব; ৭ তথাপি তোমাদের মধ্যে লেবীয়দের
জন্য কোন অংশ থাকবে না, যেহেতু প্রভুর যাজকত্ব-পদই তাদের আপন উত্তরাধিকার; আর গাদ, রুবেন ও মানাসের
অর্ধেক অংশ যর্দনের পুবপারেই নিজ নিজ উত্তরাধিকার পেয়েছে, যেভাবে প্রভুর দাস মোশী তাদের মঞ্জুর
করেছিলেন।'
৮ তাই সেই লোকেরা উঠে রওনা হল। যারা সেই দেশ জরিপ করতে যাচ্ছিল, যোশুয়া তাদের এই আজ্ঞা দিলেন,
'তোমরা গিয়ে অঞ্চলের সর্বত্র ঘুরে তার ভূমি জরিপ করে আমার কাছে ফিরে এসো, আর আমি এখানে, এই
শীলোতে, প্রভুর সাক্ষাতে তোমাদের জন্য গুলিবাঁট করব।' ৯ সেই লোকেরা গিয়ে অঞ্চলের সর্বত্র ঘুরল, এবং শহর
অনুসারে ভূমির সাত অংশ জরিপ করে একটা পুস্তকে তার বর্ণনা লিখে শীলোতে অবস্থিত শিবিরে যোশুয়ার কাছে
ফিরে এল। ১০ তখন যোশুয়া শীলোতে প্রভুর সাক্ষাতে তাদের জন্য গুলিবাঁট করলেন, এবং যোশুয়া সেখানে ইস্রায়েল
সন্তানদের মধ্যে তাদের বিভাগ অনুসারে দেশ ভাগ করে দিলেন।
১১ গুলিবাঁট ক্রমে এক অংশ নিজ নিজ গোত্র অনুসারে বেঞ্জামিন-সন্তানদের গোষ্ঠীর নামে উঠল। গুলিবাঁটে
তাদের যে অংশ পড়ল, তার এলাকা ছিল যুদা-সন্তানদের ও যোসেফ-সন্তানদের মধ্যে। ১২ তাদের উত্তর পাশের
সীমানা যর্দন থেকে যেরিখোর উত্তর পাশ দিয়ে গেল, পরে পার্বত্য অঞ্চলের মধ্য দিয়ে পশ্চিমদিকে বেথ্‌-আবেনের
মরুপ্রান্তর পর্যন্ত গেল। ১৩ সেখান থেকে সেই সীমানা লুজে, দক্ষিণদিকে লুজের অর্থাৎ বেথেলের পাশ পর্যন্ত গেল,
এবং নিচের বেথ্‌-হোরোনের দক্ষিণে অবস্থিত পর্বত দিয়ে আটারোৎ-আদ্দারের দিকে নেমে গেল। ১৪ সেখান থেকে
সেই সীমানা ফিরে পশ্চিম পাশে, বেথ্‌-হোরোনের দক্ষিণে অবস্থিত পর্বত থেকে দক্ষিণদিকে গেল; আর
কিরিয়াৎ-বায়াল অর্থাৎ কিরিয়াৎ-যেয়ারিম নামে যুদা-সন্তানদের এই শহর পর্যন্ত গেল: এ পশ্চিম পাশ। ১৫ দক্ষিণ
পাশ এ: কিরিয়াৎ-যেয়ারিমের প্রান্ত থেকেই তার আরম্ভ; পরে সেই সীমানা পশ্চিমদিকে নির্গত হয়ে নেপ্তোয়াহ্‌র
জলের উৎস পর্যন্ত এগিয়ে গেল; ১৬ আর বেন্‌-হিন্নোম উপত্যকার সামনে ও রেফাইম উপত্যকার উত্তরদিকের
পর্বতের প্রান্ত পর্যন্ত নেমে গেল, এবং হিন্নোম উপত্যকায়, যেবুসীয়দের দক্ষিণ পাশে নেমে এসে এন-রোগেলে গেল।
১৭ পরে উত্তরদিকে ফিরে এন-শেমেশে এগিয়ে গেল, এবং আদুম্মিম আরোহণ-পথের সামনে যে পাথর, তার দিকে
নির্গত হয়ে রুবেন-সন্তান বোহানের পাথর পর্যন্ত নেমে গেল। ১৮ আর উত্তরদিকে আরাবা নিম্নভূমির সামনের পাশে
গিয়ে আরাবা নিম্নভূমিতে নেমে গেল। ১৯ সীমানাটা উত্তরদিকে বেথ্‌-হগ্লার পাশ পর্যন্ত গেল; যর্দনের দক্ষিণ প্রান্তে যে
লবণ-সাগর, তার উত্তর খাড়ি ছিল সেই সীমানার শেষ প্রান্ত: এ দক্ষিণ সীমানা। ২০ পুব পাশে যর্দনই ছিল তার
সীমানা। এ ছিল তার চতুঃসীমানা অনুসারে, নিজ নিজ গোত্র অনুসারে বেঞ্জামিন-সন্তানদের উত্তরাধিকার।
২১ নিজ নিজ গোত্র অনুসারে বেঞ্জামিন-সন্তানদের গোষ্ঠীর শহরগুলো এ: যেরিখো, বেথ্‌-হগ্লা, এমেক-কেসিস,
২২ বেথ্‌-আরাবা, সেমারাইম, বেথেল, ২৩ আব্বিম, পারা, অফ্রা, ২৪ কেফার-আম্মোনাই, অফ্‌নি ও গেবা: নিজ নিজ
গ্রাম সমেত বারোটা শহর; ২৫ গিবেয়োন, রামা, বেয়েরোৎ, ২৬ মিস্পে, কেফিরা, মোৎসা, ২৭ রেকেম, ইর্পেয়েল,

তারেয়ালা, ২৮ সেলা-এলেফ, যেবুস অর্থাৎ যেরুসালেম, গিবেয়া ও কিরিয়াৎ : নিজ নিজ গ্রাম সমেত চৌদ্দটা শহর। এ
হল নিজ নিজ গোত্র অনুসারে বেঞ্জামিন-সন্তানদের উত্তরাধিকার।
১৯ গুলিবাঁট ক্রমে দ্বিতীয় অংশ সিমেয়োনের নামে—নিজ নিজ গোত্র অনুসারে সিমেয়োন-সন্তানদের গোষ্ঠীর নামে
উঠল। তাদের উত্তরাধিকার হল যুদা-সন্তানদের উত্তরাধিকারের মাঝখানে। ২ তাদের এলাকায় তারা এই এই শহর
পেল : বের্‌শেবা, শেবা, মোলাদা, ৩ হাৎসার-সুয়াল, বালা, এৎসেম, ৪ এল্‌তোলাদ, বেথুল, হর্মা, ৫ সিক্লাগ,
বেথ্‌-মার্কাবোট, হাৎসার-সুসা, ৬ বেথ্‌-লেবায়োৎ ও শারুহেন : নিজ নিজ গ্রাম সমেত তেরটা শহর ; ৭ আইন,
রিম্মোন, এথের ও আসান : নিজ নিজ গ্রাম সমেত চারটে শহর ; ৮ এবং বায়ালাৎ-বেয়ের ও রামাৎ-নেগেব পর্যন্ত ওই
শহরগুলোর চারপাশের সমস্ত গ্রাম।
এ হল নিজ নিজ গোত্র অনুসারে সিমেয়োন-সন্তানদের গোষ্ঠীর উত্তরাধিকার। ৯ সিমেয়োন-সন্তানদের
উত্তরাধিকার ছিল যুদা-সন্তানদের স্বত্বাধিকারের এক ভাগ, কেননা যুদা-সন্তানদের স্বত্বাংশ তাদের প্রয়োজনের চেয়ে
বেশি ছিল ; তাই সিমেয়োন-সন্তানেরা তাদের উত্তরাধিকারের মধ্যে উত্তরাধিকার পেল।
১০ গুলিবাঁট ক্রমে তৃতীয় অংশ নিজ নিজ গোত্র অনুসারে জাবুলোন-সন্তানদের নামে উঠল। তাদের
উত্তরাধিকারের এলাকা সারিদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১১ তাদের সীমানা পশ্চিমদিকে অর্থাৎ মারেয়ালায় উঠে গেল, এবং
দাব্বেসেৎ পর্যন্ত গেল, যক্নেয়ামের সামনে যে খরস্রোত, সেই খরস্রোত পর্যন্ত গেল। ১২ আর সারিদ থেকে পুবদিকে,
সূর্যোদয়েরই দিকে ফিরে কিস্‌লোৎ-তাবরের সীমানা পর্যন্ত গেল ; পরে দাবেরাতের দিকে নির্গত হয়ে যাফিয়াতে উঠে
গেল। ১৩ আর সেখান থেকে পুবদিক, সূর্যোদয়েরই দিক হয়ে গাৎ-হেফের দিয়ে এৎ-কাৎসিন পর্যন্ত গেল, এবং নেয়া
পর্যন্ত ঘুরে রিম্মোৎ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১৪ আর সেই সীমানা উত্তরদিকে হান্নাথনের দিকে বাঁকা হয়ে ইপ্তা-এল্‌ উপত্যকা
পর্যন্ত গেল। ১৫ তাছাড়া কাট্টাৎ, নাহালাল, সিম্রোন, ইদেয়ালা ও বেথলেহেম—এ শহরগুলোও অন্তর্ভুক্ত ছিল : নিজ
নিজ গ্রাম সমেত বারোটা শহর। ১৬ এ হল নিজ নিজ গোত্র অনুসারে জাবুলোন-সন্তানদের উত্তরাধিকার : নিজ নিজ
গ্রাম সমেত এই সকল শহর।
১৭ গুলিবাঁট ক্রমে চতুর্থ অংশ ইসাখারের নামে—নিজ নিজ গোত্র অনুসারে ইসাখার-সন্তানদের নামে উঠল।
১৮ তাদের এলাকায় এই এই শহর অন্তর্ভুক্ত ছিল : যেস্রেয়েল, কেসুল্লোৎ, শুনেম, ১৯ হাফারাইম, সিয়োন, আনাহারাৎ,
২০ রাব্বিৎ, কিসিয়োন, আবেস, ২১ রেমেৎ, এন-গান্নিম, এন-হাদ্দা ও বেথ্‌-পাৎসেস। ২২ আর সেই সীমানা তাবর,
সাহাসিম ও বেথ্‌-শেমেশ পর্যন্ত গেল, আর যর্দন ছিল তাদের সীমানার শেষ প্রান্ত : নিজ নিজ গ্রাম সমেত ষোলটা
শহর। ২৩ এ হল নিজ নিজ গোত্র অনুসারে ইসাখার-সন্তানদের গোষ্ঠীর উত্তরাধিকার : নিজ নিজ গ্রাম সমেত এই
সকল শহর।
২৪ গুলিবাঁট ক্রমে পঞ্চম অংশ নিজ নিজ গোত্র অনুসারে আসের-সন্তানদের নামে উঠল। ২৫ তাদের এলাকায় এই
এই শহর অন্তর্ভুক্ত ছিল : হেল্কাৎ, হালি, বেটেন, আক্সাফ, ২৬ আলাম্মেলেক, আমেয়াদ, মিসেয়াল। তাদের সীমানা
পশ্চিমদিকে কার্মেল ও সিহোর-লিব্‌নাৎ পর্যন্ত গেল। ২৭ আর সূর্যোদয়ের দিকে বেথ্‌-দাগোনের দিকে ঘুরে জাবুলোন
ও উত্তরদিকে ইপ্তা-এল্‌ উপত্যকা, বেথ্‌-এমেক ও নেইয়েল পর্যন্ত গেল, পরে বাঁদিকে কাবুলের দিকে ২৮ এবং
আব্দোন, রেহোব, হাম্মোন ও কানার দিকে মহাসিদোন পর্যন্ত গেল। ২৯ পরে সেই সীমানা ঘুরে রামায় ও প্রাচীর-ঘেরা
তুরোস শহরে গেল, পরে সেই সীমানা ঘুরে হোসাতে গেল এবং মেহেবেল, আক্‌জিব, ৩০ উমা, আফেক ও রেহোব
ঘিরে সমুদ্র পর্যন্ত গেল : নিজ নিজ গ্রাম সমেত বাইশটা শহর। ৩১ এ হল নিজ নিজ গোত্র অনুসারে আসের-সন্তানদের
গোষ্ঠীর উত্তরাধিকার : নিজ নিজ গ্রাম সমেত এই সকল শহর।
৩২ গুলিবাঁট ক্রমে ষষ্ঠ অংশ নেফ্‌তালি-সন্তানদের নামে—নিজ নিজ গোত্র অনুসারে নেফ্‌তালি-সন্তানদের নামে
উঠল। ৩৩ তাদের সীমানা হেলেফ থেকে, জায়ানান্নাইমে যে ওক্‌ গাছ, সেই গাছ থেকে, আদামি-নেগেব ও যাব্‌নেয়েল
দিয়ে লাক্কুম পর্যন্ত গেল, ও তার শেষ প্রান্ত যর্দনে ছিল। ৩৪ আর সেই সীমানা পশ্চিমদিকে ফিরে আজ্‌নোৎ-তাবর
পর্যন্ত গেল, এবং সেখান থেকে হুক্কোৎ পর্যন্ত গেল ; আর দক্ষিণে জাবুলোন পর্যন্ত, পশ্চিমে আসের পর্যন্ত, ও
সূর্যোদয়ের দিকে যর্দনের কাছে যে যুদা, তা পর্যন্ত গেল। ৩৫ প্রাচীর-ঘেরা নগরগুরো এই ছিল : সিদ্দিম, সের, হাম্মাৎ,
রাক্কাক, কিন্নেরেথ্‌, ৩৬ আদামা, রামা, হাৎসোর, ৩৭ কেদেশ, এদ্রেই, এন-হাৎসোর, ৩৮ ইরোন, মিগ্‌দাল-এল্‌, হোরেম,
বেথ্‌-হানাৎ ও বেথ্‌-শেমেশ : নিজ নিজ গ্রাম সমেত উনিশটা শহর। ৩৯ এ হল নিজ নিজ গোত্র অনুসারে
নেফ্‌তালি-সন্তানদের গোষ্ঠীর উত্তরাধিকার : নিজ নিজ গ্রাম সমেত এই সকল শহর।
৪০ গুলিবাঁট ক্রমে সপ্তম অংশ নিজ নিজ গোত্র অনুসারে দান-সন্তানদের গোষ্ঠীর নামে উঠল। ৪১ তাদের
উত্তরাধিকারের এলাকায় এই এই শহর অন্তর্ভুক্ত ছিল : জরা, এষ্টায়োল, ইর-শেমেশ, ৪২ শায়ালাব্বিন, আয়ালোন,
ইৎলা, ৪৩ এলোন, তিম্না, এক্রোন, ৪৪ এল্‌তেকে, গিব্বেথোন, বায়ালাৎ, ৪৫ যেহুদ, বেনে-বেরাক, গাৎ-রিম্মোন,
৪৬ মে-যার্কোন, রাক্কোন ও যাফার সামনে অবস্থিত অঞ্চল। ৪৭ কিন্তু দান-সন্তানদের এলাকা তাদের হাতছাড়া হল,
ফলে দান-সন্তানেরা লেসেম শহরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেল, এবং তা হস্তগত করে খড়্গের আঘাতে আঘাত করল।
তা অধিকার করে নিয়ে তারা সেইখানে বসতি করল, ও তাদের পিতৃপুরুষ দানের নাম অনুসারে শহরের নাম দান
রাখল। ৪৮ এ হল নিজ নিজ গোত্র অনুসারে দান-সন্তানদের গোষ্ঠীর উত্তরাধিকার : নিজ নিজ গ্রাম সমেত এই সকল
শহর।

৪৯ নিজ নিজ সীমানা অনুসারে দেশ-বিভাগ শেষ করার পর ইস্রায়েল সন্তানেরা নিজেদের মধ্যে নূনের সন্তান
যোশুয়াকে এক উত্তরাধিকার দিল। ৫০ তারা প্রভুর বাণী অনুসারে তাঁকে সেই শহর দিল, যা তিনি নিজে বেছে
নিয়েছিলেন, অর্থাৎ তাঁকে এফ্রাইমের পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত তিম্নাৎ-সেরাহ্ দিল। তিনি সেই শহর পুনর্নির্মাণ করে
সেইখানে বসতি করলেন।
৫১ এই হল সেই সকল উত্তরাধিকার, যা এলেয়াজার যাজক, নূনের সন্তান যোশুয়া ও ইস্রায়েল সন্তানদের
গোষ্ঠীগুলোর পিতৃকুলপতিরা শীলোতে প্রভুর সাক্ষাতে সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে গুলিবাঁট ক্রমে বণ্টন করলেন।
এইভাবে তাঁরা দেশ-বিভাগ কর্ম সমাধা করলেন।

নরঘাতকদের জন্য আশ্রয়নগর

২০ পরে প্রভু যোশুয়াকে বললেন, ২ 'ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে কথা বল; তাদের বল: তোমরা তোমাদের জন্য সেই
সকল আশ্রয়-নগর নিরূপণ কর, যার কথা আমি মোশীর মধ্য দিয়ে তোমাদের কাছে বলেছিলাম, ৩ যেন যে লোক
ভুলবশত বা পূর্ণ সচেতন না হয়ে কাউকে বধ করে, সেই নরঘাতক সেখানে গিয়ে আশ্রয় পেতে পারে; সেই
শহরগুলো রক্তের প্রতিফলদাতার হাত থেকে রক্ষা পাবার উদ্দেশ্যে তোমার আশ্রয়-স্থান হবে। ৪ সেই নরঘাতক এই
শহরগুলোর যে কোন একটার মধ্যে পালাবে ও নগরদ্বারের প্রবেশস্থানে দাঁড়িয়ে শহরের প্রবীণবর্গের কাছে তার
ব্যাপার ব্যক্ত করবে; তারা শহরের মধ্যে তাকে নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করে নিয়ে নিজেদের মধ্যে বাস করার মত
জায়গা ব্যবস্থা করবে। ৫ রক্তের প্রতিফলদাতা তার পিছনে ধাওয়া করলে তারা সেই নরঘাতককে তার হাতে তুলে
দেবে না, যেহেতু সে পূর্ণ সচেতন না হয়েই তার প্রতিবেশীকে আঘাত করেছিল, আগে সে তাকে ঘৃণা করেনি। ৬ তাই
যে পর্যন্ত সে বিচারের জন্য জনমণ্ডলীর সামনে না দাঁড়ায় ও সেকালে কর্মরত মহাযাজকের মৃত্যু না হয়, সেপর্যন্ত সে
সেই শহরে থাকবে; পরে সেই নরঘাতক, যে শহর থেকে পালিয়ে এসেছিল, তার সেই শহরে ও বাড়িতে ফিরে যেতে
পারবে।'
৭ এই উদ্দেশ্যে তারা নেফতালির পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত গালিলেয়ার কেদেশ, এফ্রাইমের পার্বত্য অঞ্চলে
অবস্থিত সিখেম ও যুদার পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত কিরিয়াৎ-আর্বা অর্থাৎ হেব্রোন আলাদা করে রাখল। ৮ আর
যেরিখোর কাছে যর্দনের পুবপারে তারা রূবেন গোষ্ঠীর এলাকা থেকে মরুপ্রান্তরের সমভূমিতে অবস্থিত বেৎসের, গাদ
গোষ্ঠীর এলাকা থেকে গিলেয়াদে অবস্থিত রামোৎ ও মানাসে গোষ্ঠীর এলাকা থেকে বাশানে অবস্থিত গোলান স্থির
করল। ৯ এই সকল শহর সমস্ত ইস্রায়েল সন্তানদের জন্য ও তাদের মাঝে বাস করে সেই বিদেশীদের জন্য স্থির করা
হল, কেউ পূর্ণ সচেতন না হয়ে নরহত্যা করলে যতদিন জনমণ্ডলীর সামনে না দাঁড়ায়, ততদিন সে যেন সেই
জায়গায় গিয়ে আশ্রয় পেতে পারে ও রক্তের প্রতিফলদাতার হাতে না মরে।

লেবীয়দের শহরগুলো

২১ লেবীয়দের পিতৃকুলপতিরা এলেয়াজার যাজকের, নূনের সন্তান যোশুয়ার ও ইস্রায়েল সন্তানদের গোষ্ঠীগুলোর
পিতৃকুলপতিদের কাছে এলেন— ২ সেসময় তাঁরা কানান দেশে, শীলোতে ছিলেন। তাঁরা তাঁদের বললেন: 'প্রভু
মোশীর মধ্য দিয়ে আজ্ঞা দিয়েছিলেন, যেন বসবাসের জন্য আমাদের নানা শহর, ও পশুগুলোর জন্য চারণভূমি
দেওয়া হয়।' ৩ তাই প্রভুর আজ্ঞামত ইস্রায়েল সন্তানেরা নিজ নিজ উত্তরাধিকার থেকে এই এই শহর ও সেগুলির
চারণভূমি লেবীয়দের দিল।
৪ কেহাতীয় গোত্রগুলির নামে গুলি উঠল: লেবীয়দের মধ্যে আরোন যাজকের সন্তানেরা গুলিবাঁট দ্বারা যুদা গোষ্ঠী,
সিমেয়োনীয়দের গোষ্ঠী ও বেঞ্জামিন গোষ্ঠী থেকে তেরটা শহর পেল। ৫ কেহাতের বাকি সন্তানেরা গুলিবাঁট দ্বারা
এফ্রাইম গোষ্ঠীর গোত্রগুলো থেকে ও দান গোষ্ঠী ও মানাসের অর্ধেক গোষ্ঠী থেকে দশটা শহর পেল।
৬ গের্শোন-সন্তানেরা গুলিবাঁট দ্বারা ইসাখার গোষ্ঠীর গোত্রগুলো থেকে ও আসের গোষ্ঠী, নেফ্‌তালি গোষ্ঠী ও বাশানে
অবস্থিত মানাসের অর্ধেক গোষ্ঠী থেকে তেরটা শহর পেল। ৭ মেরারি-সন্তানেরা নিজ নিজ গোত্র অনুসারে রূবেন
গোষ্ঠী, গাদ গোষ্ঠী ও জাবুলোন গোষ্ঠী থেকে বারোটা শহর পেল। ৮ এইভাবে ইস্রায়েল সন্তানেরা গুলিবাঁট ক্রমে এই
সকল শহর ও সেগুলির চারণভূমি লেবীয়দের দিল, যেমন প্রভু মোশীর মধ্য দিয়ে আজ্ঞা করেছিলেন।
৯ তারা যুদা-সন্তানদের গোষ্ঠীর ও সিমেয়োন-সন্তানদের গোষ্ঠীর এলাকা থেকে এখানে উল্লিখিত শহরগুলো দিল।
১০ লেবি-সন্তান কেহাতীয় গোত্রগুলোর মধ্যে এই সকল শহর আরোন-সন্তানদেরই হল, কেননা তাদেরই নামে প্রথম
গুলি উঠল; ১১ ফলে কিরিয়াৎ-আর্বা অর্থাৎ যুদার পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত হেব্রোন ও তার চারদিকের চারণভূমি
তাদেরই দিল—আর্বা ছিলেন আনাকের পিতা। ১২ কিন্তু সেই শহরের যত মাঠ ও গ্রাম তারা স্বত্বাধিকার-রূপে
যেফুন্নির সন্তান কালেবকে দিল। ১৩ তারা আরোন যাজকের সন্তানদের চারণভূমি সমেত নরঘাতকের আশ্রয়-নগর
হেব্রোন দিল; আবার দিল চারণভূমি সমেত লিব্‌না, ১৪ চারণভূমি সমেত যাত্তির, চারণভূমি সমেত এস্টেমোয়া,
১৫ চারণভূমি সমেত হোলোন, চারণভূমি সমেত দেবির, ১৬ চারণভূমি সমেত আইন, চারণভূমি সমেত যুট্টা, চারণভূমি
সমেত বেথ্-শেমেশ: ওই দুই গোষ্ঠীর এলাকা থেকে এই ন'টা শহর দিল। ১৭ বেঞ্জামিন গোষ্ঠীর এলাকা থেকে দিল
চারণভূমি সমেত গিবেয়োন, চারণভূমি সমেত গেবা, ১৮ চারণভূমি সমেত আনাথোৎ, চারণভূমি সমেত আল্‌মোন:
চারটে শহর। ১৯ আরোন-সন্তান যাজকদের দেওয়া মোট শহর: চারণভূমি সমেত তেরটা শহর।

২০ কেহাতের বাকি সন্তানেরা অর্থাৎ কেহাৎ-সন্তান লেবীয়দের গোত্রগুলো পেল এফ্রাইম গোষ্ঠীর এলাকা থেকে
কয়েকটা শহর। ২১ নরঘাতকের আশ্রয়-নগর হিসাবে তাদের দেওয়া হল এফ্রাইমের পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত সিখেম
ও তার চারণভূমি; তাছাড়া চারণভূমি সমেত গেজের, ২২ চারণভূমি সমেত কিব্‌সাইম ও চারণভূমি সমেত
বেথ্-হোরোন: চারটে শহর। ২৩ দান গোষ্ঠীর এলাকা থেকে চারণভূমি সমেত এল্‌তেকে, চারণভূমি সমেত
গিব্বেথোন, ২৪ চারণভূমি সমেত আয়ালোন ও চারণভূমি সমেত গাৎ-রিম্মোন: চারটে শহর। ২৫ মানাসের অর্ধেক
গোষ্ঠীর এলাকা থেকে চারণভূমি সমেত তানাখ ও চারণভূমি সমেত গাৎ-রিম্মোন: দু'টো শহর। ২৬ কেহাতের বাকি
সন্তানদের গোত্রগুলোকে দেওয়া শহর: চারণভূমি সমেত সর্বমোট দশটা শহর।
২৭ লেবীয়দের গোত্রগুলোর মধ্যে গের্শোনের সন্তানদের এই এই শহর দেওয়া হল: মানাসের অর্ধেক গোষ্ঠীর
এলাকা থেকে চারণভূমি সমেত নরঘাতকের আশ্রয়-নগর বাশানে অবস্থিত গোলান এবং চারণভূমি সমেত
বে-আস্তারোৎ: দু'টো শহর; ২৮ ইসাখার গোষ্ঠীর এলাকা থেকে চারণভূমি সমেত কিসিয়োন, চারণভূমি সমেত
দাবেরাৎ, ২৯ চারণভূমি সমেত যার্মুৎ ও চারণভূমি সমেত এন-গান্নিম: চারটে শহর; ৩০ আসের গোষ্ঠীর এলাকা থেকে
চারণভূমি সমেত মিসেয়াল, চারণভূমি সমেত আব্দোন, ৩১ চারণভূমি সমেত হেল্কাৎ ও চারণভূমি সমেত রেহোব:
চারটে শহর; ৩২ নেফ্‌তালি গোষ্ঠীর এলাকা থেকে চারণভূমি সমেত নরঘাতকের আশ্রয়-নগর গালিলেয়াতে অবস্থিত
কেদেশ, এবং চারণভূমি সমেত হাম্মোৎ-দোর ও চারণভূমি সমেত কার্তান: তিনটে শহর। ৩৩ নিজ নিজ গোত্র
অনুসারে গের্শোনীয়দের দেওয়া মোট শহর: চারণভূমি সমেত তেরটা শহর।
৩৪ মেরারি-সন্তানদের গোত্রগুলোকে অর্থাৎ বাকি লেবীয়দের এই এই শহর দেওয়া হল: জাবুলোন গোষ্ঠীর এলাকা
থেকে চারণভূমি সমেত যকুেয়াম, চারণভূমি সমেত কার্তা, ৩৫ চারণভূমি সমেত দিম্না ও চারণভূমি সমেত নাহালাল:
চারটে শহর; ৩৬ রুবেন গোষ্ঠীর এলাকা থেকে নরঘাতকের আশ্রয়-নগর হিসাবে চারণভূমি সমেত বেৎসের, চারণভূমি
সমেত যাহাস, ৩৭ চারণভূমি সমেত কেদেমোৎ ও চারণভূমি সমেত মেফায়াৎ: চারটে শহর; ৩৮ গাদ গোষ্ঠীর এলাকা
থেকে চারণভূমি সমেত নরঘাতকের আশ্রয়-নগর গিলেয়াদে অবস্থিত রামোৎ, চারণভূমি সমেত মাহানাইম,
৩৯ চারণভূমি সমেত হেস্‌বোন ও চারণভূমি সমেত যাসের: সবসুদ্ধ চারটে শহর। ৪০ লেবীয়দের বাকি গোত্রগুলোকে
অর্থাৎ নিজ নিজ গোত্রগুলো অনুসারে মেরারি-সন্তানদের কাছে গুলিবাঁট অনুযায়ী দেওয়া মোট শহর: বারোটা শহর।
৪১ এইভাবে ইস্রায়েল সন্তানদের এলাকার মধ্যে লেবীয়দের দেওয়া সর্বমোট শহর: চারণভূমি সমেত সবসুদ্ধ
আটচল্লিশটা শহর। ৪২ সেই সকল শহরের মধ্যে প্রতিটি শহরের চারদিকে চারণভূমি ছিল; তেমনি ছিল সেই সকল
শহরের ক্ষেত্রে।
৪৩ তাই প্রভু জনগণের পিতৃপুরুষদের যে দেশ দেবেন বলে শপথ করেছিলেন, সেই গোটা দেশ ইস্রায়েলকে
দিলেন, আর তারা তা অধিকার করে সেখানে বসতি করল। ৪৪ প্রভু চারদিকে তাদের বিশ্রাম দিলেন, যেমনটি তাদের
পিতৃপুরুষদের কাছে শপথ করেছিলেন; তাদের সমস্ত শত্রুদের মধ্যে কেউই তাদের সামনে দাঁড়াতে পারল না; প্রভু
তাদের সমস্ত শত্রুকে তাদের হাতে তুলে দিলেন। ৪৫ প্রভু ইস্রায়েলকুলের কাছে যে সকল মঙ্গলবাণী বলেছিলেন, তার
মধ্যে একটি বাণীও ব্যর্থ হল না: সবই সিদ্ধিলাভ করল।

যর্দনের পুবপারের গোষ্ঠীগুলোর প্রত্যাগমন

২২ তখন যোশুয়া রুবেনীয়দের, গাদীয়দের ও মানাসের অর্ধেক গোষ্ঠীকে ডেকে ২ বললেন: 'প্রভুর দাস মোশী যে
সকল আজ্ঞা তোমাদের দিয়েছেন, সেই সমস্তই তোমরা পালন করেছ, এবং আমি যা কিছু তোমাদের আজ্ঞা করেছি,
তাতে তোমরা আমার প্রতি বাধ্যতা দেখিয়েছ। ৩ বহুদিন থেকে আজ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের ভাইদের ছেড়ে যাওনি,
বরং তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর আজ্ঞা পালন করে এসেছ। ৪ এখন তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু তাঁর প্রতিশ্রুতিমত
তোমাদের ভাইদের বিশ্রাম দিয়েছেন, তাই এখন তোমরা তোমাদের তাঁবুতে, তোমাদের সেই অধিকার-দেশে ফিরে
যাও, যা প্রভুর দাস মোশী যর্দনের ওপারে তোমাদের জন্য স্থির করেছেন। ৫ কেবল এই বিষয়ে খুব যত্নবান থাক:
প্রভুর দাস মোশী যে আজ্ঞাগুলি ও বিধান তোমাদের দিয়েছেন, তা পালন কর; হ্যাঁ, তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুকে
ভালবাস, তাঁর সমস্ত পথে চল, তাঁর আজ্ঞাগুলো পালন কর, তাঁকে আঁকড়িয়ে ধর, এবং সমস্ত হৃদয় ও সমস্ত প্রাণ
দিয়ে তাঁর সেবা কর।' ৬ যোশুয়া তাদের আশীর্বাদ করে বিদায় দিলেন আর তারা নিজ নিজ তাঁবুতে ফিরে গেল।
৭ মোশী মানাসের অর্ধেক গোষ্ঠীকে বাশানে একটা এলাকা দিয়েছিলেন, এবং যোশুয়া তার বাকি অর্ধেক গোষ্ঠীকে
যর্দনের পশ্চিমপারে তাদের ভাইদের মধ্যে একটা এলাকা দিলেন। তাদের নিজ নিজ তাঁবুতে বিদায় দেবার সময়ে
যোশুয়া তাদের আশীর্বাদ করলেন, ৮ এবং এই কথাও বললেন: 'তোমরা প্রচুর সম্পত্তি, বহু বহু পশুধন, রুপো,
সোনা, ব্রঞ্জ, লোহা ও অনেক পোশাক সঙ্গে নিয়ে নিজ নিজ তাঁবুতে ফিরে যাচ্ছ; তোমাদের শত্রুদের হাত থেকে
নেওয়া লুণ্ঠিত সম্পদ তোমাদের ভাইদের সঙ্গেই ভাগ ভাগ করে নাও।'

যর্দনের ধারে এক যজ্ঞবেদি নির্মাণ

৯ তাই রুবেন-সন্তানেরা, গাদ-সন্তানেরা ও মানাসের অর্ধেক গোষ্ঠী কানান দেশে সেই শীলোতে ইস্রায়েল
সন্তানদের রেখে বাড়ি ফিরে গেল, এবং তাদের অধিকার-দেশের দিকে, সেই গিলেয়াদের দিকে রওনা হল, যা
মোশীর মধ্য দিয়ে দেওয়া প্রভুর আজ্ঞাবলে স্বত্বাধিকার-রূপে পেয়েছিল।

১০ কানান দেশে যর্দনের ধারে অবস্থিত গুয়েলিলোতে এসে পৌঁছলে রূবেন-সন্তানেরা, গাদ-সন্তানেরা ও মানাসের
অর্ধেক গোষ্ঠী সেখানে যর্দনের ধারে একটা যজ্ঞবেদি গাঁথল: দেখতে সেই বেদি বিরাট। ১১ যখন ইস্রায়েল সন্তানেরা
একথা শুনল, 'দেখ, রূবেন-সন্তানেরা, গাদ-সন্তানেরা ও মানাসের অর্ধেক গোষ্ঠী কানান দেশের উল্টো দিকে, যর্দনের
ধারে অবস্থিত সেই গুয়েলিলোতে, ইস্রায়েল সন্তানদের পারে একটা যজ্ঞবেদি গেঁথেছে,' ১২ তখন একথা শুনে ইস্রায়েল
সন্তানদের সমস্ত জনমণ্ডলী তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করার জন্য শীলোতে সমবেত হল। ১৩ ইস্রায়েল সন্তানেরা
রূবেন-সন্তানদের, গাদ-সন্তানদের ও মানাসের অর্ধেক গোষ্ঠীর কাছে গিলেয়াদ দেশে এলেয়াজার যাজকের সন্তান
ফিনেয়াসকে ১৪ ও তাঁর সঙ্গে দশজন জননেতাকে—ইস্রায়েলের প্রতিটি গোষ্ঠী থেকে এক একজন পিতৃকুলপতিকে
পাঠাল; তাঁরা এক একজন ইস্রায়েলের সহস্র সহস্রজনের মধ্যে নিজ নিজ পিতৃকুলের জননেতা ছিলেন। ১৫ তাঁরা
গিলেয়াদ দেশে রূবেন-সন্তানদের, গাদ-সন্তানদের ও মানাসের অর্ধেক গোষ্ঠীর কাছে এসে তাদের একথা বললেন,
১৬ 'প্রভুর গোটা জনমণ্ডলী একথা বলছে: আজ প্রভুর প্রতি বিদ্রোহ করার জন্য একটা যজ্ঞবেদি গাঁথায়, হ্যাঁ, আজ
প্রভুর অনুসরণেই পিছটান দেওয়ায় তোমরা ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের প্রতি এই যে অবিশ্বস্ততা দেখালে, এ কি? ১৭ যে
শঠতা প্রভুর জনমণ্ডলীর উপরে মড়ক ডেকে এনেছিল, এবং যা থেকে আমরা আজ পর্যন্তও শুচিতা ফিরে পাইনি,
পেওর-সংক্রান্ত সেই শঠতা কি আমাদের পক্ষে এত সামান্য ব্যাপার? ১৮ তোমরা তো আজ প্রভুর অনুসরণে পিছটান
দিয়েছ! কারণ আজ তোমরা প্রভুর প্রতি বিদ্রোহী হয়েছ আর তিনি আগামীকাল গোটা ইস্রায়েল জনমণ্ডলীর প্রতিই
ক্রুদ্ধ হবেন। ১৯ যাই হোক, যে দেশে তোমরা বসতি করেছ, তা যদি তোমরা অশুচি বোধ কর, তবে প্রভু যেখানে
বসতি করেছেন, যেখানে প্রভুর আবাস রয়েছে, সেইখানে পার হয়ে আমাদের মধ্যে বসতি কর; কিন্তু আমাদের
পরমেশ্বর প্রভুর যজ্ঞবেদি ছাড়া নিজেদের জন্য অন্য যজ্ঞবেদি গাঁথায় প্রভুর প্রতি বিদ্রোহী হয়ো না, আমাদেরও
বিদ্রোহী করো না। ২০ জেরাহ্‌র সন্তান আখান যখন বিনাশ-মানতের বস্তু সম্বন্ধে অবিশ্বস্ততা দেখিয়েছিল, তখন সে
একজনমাত্র হলেও তবু পরমেশ্বরের ক্রোধ কি গোটা ইস্রায়েল জনমণ্ডলীর উপরে নেমে আসেনি? তার নিজের
অপরাধের জন্য তাকে কি মরতে হল না?'
২১ তখন রূবেন-সন্তানেরা, গাদ-সন্তানেরা ও মানাসের অর্ধেক গোষ্ঠী ইস্রায়েলের সেই সহস্রপতিদের উত্তরে
বলল: ২২ 'ঈশ্বর পরমেশ্বর প্রভু! ঈশ্বর পরমেশ্বর প্রভু! তিনিই জানেন; ইস্রায়েলও জেনে নিক। যদি আমরা প্রভুর
প্রতি বিদ্রোহের মনোভাবে বা অবিশ্বস্ততার মনোভাবে একাজ করে থাকি, তবে আজ তিনি যেন আমাদের রেহাই না
দেন! ২৩ যদি আমরা প্রভুর অনুসরণে পিছটান দেওয়ার অভিপ্রায়ে, কিংবা তার উপরে আহুতিবলি বা শস্য-নৈবেদ্য
উৎসর্গ করা বা মিলন-যজ্ঞ উৎসর্গ করার অভিপ্রায়েই একটা যজ্ঞবেদি গেঁথে থাকি, তবে প্রভু নিজেই আমাদের কাছ
থেকে জবাবদিহি চেয়ে নিন! ২৪ না! আমরা বরং একাজ করেছি এই ভয়ে যে, কি জানি, ভাবীকালে তোমাদের
ছেলেরা আমাদের ছেলেদের একথা বলবে: ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক কী? ২৫ রূবেন-সন্তান
ও গাদ-সন্তান যে তোমরা, তোমাদের ও আমাদের মধ্যে প্রভু কি যর্দনকে সীমানা করে রাখেননি? প্রভুতে তোমাদের
কোন সহভাগিতা নেই! আর এইভাবে তোমাদের ছেলেরা আমাদের ছেলেদের প্রভুকে ভয় করা থেকে পিছটান
দেওয়াবে। ২৬ তাই এই উদ্দেশ্যেই আমরা বললাম: এসো, আমরা একটা বেদি গাঁথতে তৈরি হই—আহুতির জন্য
নয়, বলিদানের জন্যও নয়; ২৭ বরং তা যেন আমাদের ও তোমাদের মধ্যে, আমাদের বংশধরদের ও তোমাদের
বংশধরদের মধ্যে সাক্ষীরূপে দাঁড়ায়, এবং এই প্রমাণ দিতে পারে যে, আমাদের আহুতি, আমাদের বলি ও আমাদের
মিলন-যজ্ঞ দিয়ে প্রভুর সাক্ষাতে তাঁর সেবা করার অধিকার আমাদের আছেই; ফলে ভাবীকালে তোমাদের ছেলেরা
আমাদের ছেলেদের বলতে পারবে না যে, প্রভুতে তোমাদের কোন সহভাগিতা নেই। ২৮ আমরা আরও বললাম: কোন
কালে যদি এমনটি ঘটে যে তারা আমাদের বা আমাদের বংশধরদের একথা বলে, তবে আমরা প্রত্যুত্তরে বলব:
তোমরা প্রভুর যজ্ঞবেদির ওই প্রতিরূপ লক্ষ কর, আমাদের পিতৃপুরুষেরাই তা গেঁথেছে—আহুতি বা বলিদানের জন্য
নয়, বরং আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষীরূপে। ২৯ আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর আবাসের সামনে যে যজ্ঞবেদি
রয়েছে, তা ছাড়া আমরা যে আহুতি, শস্য-নৈবেদ্য বা বলিদানের জন্য অন্য একটা বেদি গাঁথায় প্রভুর প্রতি বিদ্রোহী
হব, কিংবা আমরা আজ যে প্রভুর অনুসরণে পিছটান দেব, তা দূরে থাকুক!'
৩০ তখন ফিনেয়াস যাজক, তাঁর সঙ্গী জনমণ্ডলীর নেতারা ও ইস্রায়েলের সহস্রপতিরা রূবেন-সন্তানদের,
গাদ-সন্তানদের ও মানাসে-সন্তানদের একথা শুনে সন্তুষ্ট হলেন। ৩১ এলেয়াজার যাজকের সন্তান ফিনেয়াস
রূবেন-সন্তানদের, গাদ-সন্তানদের ও মানাসে-সন্তানদের বললেন, 'আজ আমরা জানতে পারলাম যে, প্রভু আমাদের
মধ্যে আছেন, কেননা তোমরা এই ব্যাপারে প্রভুর প্রতি অবিশ্বস্ত হওনি; এইভাবে তোমরা ইস্রায়েল সন্তানদের প্রভুর
হাত থেকে উদ্ধার করেছ।'
৩২ এলেয়াজার যাজকের সন্তান ফিনেয়াস ও সেই জননেতারা রূবেন-সন্তানদের ও গাদ-সন্তানদের কাছ থেকে
বিদায় নিয়ে গিলেয়াদ দেশ থেকে কানান দেশে ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে ফিরে এসে তাদের কাছে ব্যাপারটা
জানালেন। ৩৩ এতে ইস্রায়েল সন্তানেরা সন্তুষ্ট হল, তাই ইস্রায়েল সন্তানেরা পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ জানাল, এবং
রূবেন-সন্তানেরা ও গাদ-সন্তানেরা যেখানে বাস করছিল, সেই দেশ বিনাশ করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার
ব্যাপারে আর কিছুই বলল না। ৩৪ রূবেন-সন্তানেরা ও গাদ-সন্তানেরা সেই বেদির নাম সাক্ষী রাখল, কেননা বলল,
'এ আমাদের মধ্যে সাক্ষী যে, প্রভুই পরমেশ্বর।'

যোশুয়ার উইল

২৩ বহুদিন পরে, যখন প্রভু ইস্রায়েলকে তাদের চারদিকের সমস্ত শত্রু থেকে স্বস্তি দিলেন—ইতিমধ্যে যোশুয়া বৃদ্ধ
হয়েছিলেন ও তাঁর যথেষ্ট বয়স হয়েছিল— ২ তখন যোশুয়া গোটা ইস্রায়েলকে, তাদের প্রবীণদের, জননেতাদের,
বিচারকদের ও শাস্ত্রীদের ডেকে সমবেত করে বললেন, 'আমি বৃদ্ধ হয়েছি, আমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে। ৩ তোমাদের
পরমেশ্বর প্রভু তোমাদের খাতিরে এই সকল জাতিকে দেশছাড়া করায় তাদের প্রতি যত কর্ম সাধন করেছেন, তা
তোমরা দেখেছ; বাস্তবিক তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু নিজেই তোমাদের পক্ষে যুদ্ধ করেছেন। ৪ দেখ, যে যে জাতি
এখনও বাকি রয়েছে, এবং যর্দন থেকে পশ্চিমদিকে মহাসমুদ্র পর্যন্ত যে সকল জাতিকে আমি উচ্ছেদ করেছি, তাদের
দেশ আমি তোমাদের বংশধরদের উত্তরাধিকার-রূপে গুলিবাঁট ক্রমে ভাগ ভাগ করে দিয়েছি। ৫ তোমাদের পরমেশ্বর
প্রভু নিজেই তোমাদের সামনে থেকে তাদের ঠেলে ফেলে দেবেন; তিনি তোমাদের সামনে থেকে তাদের দেশছাড়া
করবেন, আর তোমরা তাদের দেশ অধিকার করবে, যেমন তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু বলেছিলেন। ৬ সুতরাং তোমরা
মোশীর বিধান-পুস্তকে লেখা সমস্ত বাণী পালন করায় ও রক্ষা করায় অধিক বলবান হও: তার ডানে বা বামে সরে
যেয়ো না; ৭ অর্থাৎ, এই জাতিগুলোর যে বাকি লোক তোমাদের মধ্যে রইল, তাদের সঙ্গে মেলামেশা করো না,
তাদের দেবতাদের নাম করো না, তাদের নামে শপথ করো না, এবং তাদের সেবা করো না ও তাদের উদ্দেশে
প্রণিপাত করো না; ৮ বরং তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুকেই আঁকড়ে ধরে থাক—যেমন আজ পর্যন্ত করে আসছ।
৯ কেননা প্রভু তোমাদের সামনে থেকে মহান ও শক্তিশালী জাতিগুলিকে দেশছাড়া করেছেন; আর আজ পর্যন্ত
তোমাদের সামনে কেউই দাঁড়াতে পারল না। ১০ তোমাদের একজনমাত্র হাজার মানুষকেই তাড়িয়ে দিচ্ছিল, যেহেতু
তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু নিজেই তোমাদের পক্ষে যুদ্ধ করছিলেন, যেমন তিনি কথা দিয়েছিলেন। ১১ তাই তোমাদের
নিজেদের প্রাণের খাতিরে তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুকে ভালবাসতে অধিক যত্নবান হও; ১২ কেননা যদি কোন প্রকারে
তোমাদের আবার পতন হয় এবং তোমাদের মধ্যে এখনও থাকা এই জাতিগুলির বাকি অংশের সাথে যোগ দাও,
তাদের সঙ্গে আত্মীয়তা কর এবং তাদের সঙ্গে মেলামেশা কর, ১৩ তবে জেনে নাও: তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু
তোমাদের সামনে থেকে এই জাতিগুলোকে আর দেশছাড়া করবেন না, বরং তারা তোমাদের পক্ষে জাল ও ফাঁদ এবং
তোমাদের কোমরে আঘাত ও তোমাদের চোখে কাঁটাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে, যতদিন না তোমরা সেই উত্তম দেশভূমি
থেকে বিলুপ্ত হও—এই যে দেশভূমি তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু তোমাদের দিয়েছেন! ১৪ দেখ, আমি আজ সেই পথে
যাচ্ছি, সকল জগদ্বাসীদেরই যে পথ; তোমরা সমস্ত হৃদয় দিয়ে ও সমস্ত প্রাণ দিয়ে একথা স্বীকার কর যে, তোমাদের
পরমেশ্বর প্রভু তোমাদের বিষয়ে যত মঙ্গলবাণী বলেছিলেন, তার মধ্যে একটাও ব্যর্থ হয়নি; তোমাদের পক্ষে
সবগুলোই সিদ্ধিলাভ করেছে; একটাও ব্যর্থ হয়নি। ১৫ কিন্তু তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু তোমাদের কাছে যে সকল
মঙ্গলবাণী বলেছিলেন, তা যেমন তোমাদের পক্ষে সিদ্ধিলাভ করল, তেমনি প্রভু তোমাদের প্রতি সমস্ত অমঙ্গলবাণীরও
সিদ্ধি ঘটাবেন, যতদিন না তিনি তোমাদের এই উত্তম ভূমি থেকে বিনাশ করেন—এই যে ভূমি তোমাদের পরমেশ্বর
প্রভু তোমাদের দিয়েছেন। ১৬ তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু তোমাদের জন্য যে সন্ধি জারি করলেন, তোমরা যদি তা
লঙ্ঘন কর, যদি গিয়ে অন্য দেবতাদের সেবা কর ও তাদের উদ্দেশে প্রণিপাত কর, তবে তোমাদের উপর প্রভুর
ক্রোধ জ্বলে উঠবে, এবং এই যে উত্তম দেশ তিনি দিয়েছেন, তা থেকে তোমরা শীঘ্রই বিলুপ্ত হবে।'

সিখেমে সন্ধি স্থাপন

২৪ যোশুয়া ইস্রায়েলের সকল গোষ্ঠীকে সিখেমে সংগ্রহ করলেন; পরে তিনি ইস্রায়েলের প্রবীণদের, জননেতাদের,
বিচারকদের ও শাস্ত্রীদের কাছে আহ্বান করলেন; আর তাঁরা পরমেশ্বরের সাক্ষাতে এসে উপস্থিত হলেন। ২ তখন
যোশুয়া সকল লোককে বললেন, 'ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু একথা বলছেন: পুরাকালে তোমাদের পিতৃপুরুষেরা—
আব্রাহামের পিতা ও নাহোরের পিতা তেরাহ্—নদীর ওপারে বাস করত; তারা অন্য দেবতাদের সেবা করত।
৩ আমি তোমাদের পিতা আব্রাহামকে সেই নদীর ওপার থেকে এনে কানান দেশের সর্বত্রই চালনা করলাম; তার বংশ
বৃদ্ধি করলাম আর তাকে ইসায়াককে দিলাম। ৪ ইসায়াককে আমি যাকোব ও এসৌকে দিলাম; আর এসৌকে সেইরের
পার্বত্য অঞ্চল স্বত্বাধিকার-রূপে দিলাম; অন্যদিকে যাকোব ও তার সন্তানেরা মিশরে গেল। ৫ পরে আমি মোশী ও
আরোনকে প্রেরণ করলাম, এবং মিশরের মধ্যে যে যে আশ্চর্য কর্মকীর্তি সাধন করলাম, সেগুলো দ্বারা সেই দেশকে
আঘাত করলাম; তারপর তোমাদের বের করে আনলাম। ৬ আমি মিশর থেকে তোমাদের পিতৃপুরুষদের বের করে
আনার পর তোমরা সমুদ্রের কাছে এসে পৌঁছলে; তখন মিশরীয়েরা বহু বহু রথ ও অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে
লোহিত-সাগর পর্যন্ত তোমাদের পিতৃপুরুষদের পিছনে ধাওয়া করে এল। ৭ তারা প্রভুর কাছে হাহাকার করল, আর
তিনি মিশরীয়দের ও তোমাদের মধ্যস্থলে অন্ধকার দাঁড় করালেন, এবং ওদের উপরে সমুদ্রকে এনে ওদের নিমজ্জিত
করলেন। আমি মিশরে যে কি না করেছি, তা তোমরা নিজেদের চোখেই দেখেছ। পরে তোমরা বহুদিন মরুপ্রান্তরে
বাস করলে।

৮ পরে আমি যর্দনের ওপারে নিবাসী সেই আমোরীয়দের দেশে তোমাদের চালনা করলাম; তারা তোমাদের
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল, কিন্তু আমি তাদের তোমাদের হাতে তুলে দিলাম, আর তোমরা তাদের দেশ অধিকার করে নিলে,
যেহেতু আমি তোমাদের চোখের সামনে তাদের ধ্বংস করলাম। ৯ তারপর সিপ্পোরের সন্তান মোয়াব-রাজ বালাক উঠে

ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল, এবং লোক পাঠিয়ে তোমাদের অভিশাপ দেবার জন্য বেয়োরের সন্তান বালায়ামকে
ডাকিয়ে আনল। ১০ কিন্তু আমি বালায়ামের কথায় কান দিতে রাজি হলাম না, ফলে সে তোমাদের আশীর্বাদই করতে
বাধ্য হল; এইভাবে আমি তার হাত থেকে তোমাদের উদ্ধার করলাম। ১১ পরে তোমরা যর্দন পার হয়ে যেরিখোতে
এসে পৌঁছলে, কিন্তু যেরিখোর লোকেরা—আমোরীয়, পেরিজীয়, কানানীয়, হিত্তীয়, গির্গাশীয়, হিব্বীয় ও যেবুসীয়েরা
তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল, আর আমি তাদের তোমাদের হাতে তুলে দিলাম। ১২ তোমাদের আগে আগে আমি
ভিমরুল প্রেরণ করলাম; সেগুলো সেই জনগণকে এবং আমোরীয়দের সেই দুই রাজাকেও তোমাদের সামনে থেকে
দূর করে দিল: তোমাদের খড়্গ বা ধনুকের বলে তা ঘটল না! ১৩ আমি তোমাদের এমন এক দেশ দিলাম, যেখানে
তোমরা পরিশ্রম করনি; এমন শহরগুলোতে বাস করছ, যা তোমরা গাঁথনি; এমন আঙুরলতা ও জলপাইগাছের ফল
ভোগ করছ, যা তোমরা পোঁতনি।

১৪ সুতরাং এখন তোমরা প্রভুকে ভয় কর, সততা ও বিশ্বস্ততায় তাঁর সেবা কর, আর তোমাদের পিতৃপুরুষেরা
নদীর ওপারে ও মিশরে যে দেবতাদের সেবা করত, তাদের তোমরা দূর করে দাও; প্রভুরই সেবা কর! ১৫ কিন্তু যদি
প্রভুর সেবা করায় তোমাদের অসন্তোষ হয়, তাহলে যার সেবা করতে চাও, তাকে আজই বেছে নাও: নদীর ওপারে
তোমাদের পিতৃপুরুষেরা যাদের সেবা করত, সেই দেবতারাই হোক, কিংবা যাদের দেশে তোমরা বাস করছ, সেই
আমোরীয়দের দেবতারাই হোক; কিন্তু আমার ও আমার পরিবার-পরিজনদের ক্ষেত্রে—আমরা প্রভুরই সেবা করব।'

১৬ জনগণ উত্তরে বলল, 'আমরা যে প্রভুকে ত্যাগ করে অন্য দেবতাদের সেবা করব, তা দূরে থাকুক! ১৭ কেননা
আমাদের পরমেশ্বর প্রভুই আমাদের ও আমাদের পিতৃপুরুষদের মিশর দেশ থেকে, দাসত্ব-অবস্থা থেকে বের করে
এনেছেন, আমাদের চোখের সামনে সেই সকল মহা মহা চিহ্ন দেখিয়ে দিয়েছেন, এবং আমরা যে পথে এসেছি, সেই
সকল পথে, ও যত জাতির মধ্য দিয়ে এসেছি, তাদের মধ্যে তিনিই আমাদের রক্ষা করেছেন। ১৮ প্রভু এই দেশের
অধিবাসী সেই আমোরীয় ইত্যাদি সকল জাতিকে আমাদের সামনে থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। সুতরাং আমরাও
প্রভুরই সেবা করব, কারণ তিনিই আমাদের পরমেশ্বর!'

১৯ তখন যোশুয়া জনগণকে বললেন, 'তোমরা প্রভুর সেবা করতে পার না, কারণ তিনি পবিত্রই পরমেশ্বর; তিনি
এমন ঈশ্বর, যিনি তাঁর প্রতিপক্ষ কোন দেবতাকে সহ্য করেন না; তিনি তোমাদের অন্যায় ও পাপ ক্ষমা করবেন না।
২০ তোমরা যদি প্রভুকে ত্যাগ করে বিজাতীয়দের দেবতাদের সেবা কর, তবে তিনি তোমাদের বিরুদ্ধে ফিরে
দাঁড়াবেন, এবং তোমাদের তত মঙ্গল করার পর তোমাদের অমঙ্গল করবেন ও তোমাদের সংহার করবেন।'
২১ জনগণ যোশুয়াকে বলল, 'না! আমরা প্রভুরই সেবা করব!' ২২ তখন যোশুয়া জনগণকে বললেন, 'তোমরা
তোমাদের বিরুদ্ধে নিজেরাই সাক্ষী হলে যে, তোমরা প্রভুর সেবা করার জন্য তাঁকেই বেছে নিয়েছ।' তারা উত্তর
দিল: 'সাক্ষী হলাম!' ২৩ তিনি বলে চললেন, 'তবে এখন তোমাদের মধ্যে যত বিজাতীয় দেবতা রয়েছে, তাদের দূর
করে দাও, ও তোমাদের হৃদয় ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর দিকে ফেরাও।' ২৪ জনগণ উত্তরে যোশুয়াকে বলল,
'আমরা আমাদের পরমেশ্বর প্রভুরই সেবা করব, ও তাঁরই প্রতি বাধ্য হব।'

২৫ সেদিন যোশুয়া জনগণের জন্য একটা সন্ধি স্থির করলেন, এবং সিখেমে তাদের জন্য একটা বিধি ও একটা
নিয়ম জারি করলেন। ২৬ যোশুয়া এই সমস্ত কথা পরমেশ্বরের বিধান-পুস্তকে লিখলেন, এবং বড় একটা পাথর নিয়ে,
প্রভুর পুণ্যালয়ের কাছাকাছি স্থানে যে ওক্ গাছ ছিল, তারই তলায় তা দাঁড় করালেন। ২৭ পরে যোশুয়া সকল লোককে
বললেন, 'দেখ, এই পাথরটা আমাদের বিষয়ে সাক্ষী হবে, যেহেতু প্রভু আমাদের যা কিছু বললেন, তাঁর সেই সকল
বাণী পাথরটা শুনল; তাই পাথরটা তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে, পাছে তোমরা তোমাদের পরমেশ্বরকে অস্বীকার
কর।'

২৮ এরপর যোশুয়া যে যার এলাকায় ফিরে যেতে লোকদের বিদায় দিলেন।

যোশুয়ার মৃত্যু

২৯ এই সমস্ত ঘটনার পর নূনের সন্তান প্রভুর দাস যোশুয়া মরলেন; তাঁর বয়স ছিল একশ' বছর। ৩০ তাঁকে গাশ
পর্বতের উত্তরে এফ্রাইমের পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত তিম্নাৎ-সেরাহে তাঁর নিজের উত্তরাধিকারের এলাকায় সমাধি
দেওয়া হল। ৩১ যোশুয়ার সমস্ত জীবনকালে, এবং যোশুয়ার মৃত্যুর পরে যে প্রবীণেরা বেঁচে থাকলেন ও ইস্রায়েলের
খাতিরে প্রভুর সাধিত সকল কর্মকীর্তির কথা জানতেন, তাঁদেরও সমস্ত জীবনকালে ইস্রায়েল প্রভুর সেবা করে চলল।
৩২ ইস্রায়েল সন্তানেরা যোসেফের হাড়, যা মিশর থেকে এনেছিল, তা সিখেমে সেই একখণ্ড জমিতেই পুঁতল, যা
যাকোব একশ' রুপোর টাকায় সিখেমের পিতা হামোরের সন্তানদের কাছ থেকে কিনেছিলেন; যোসেফ-সন্তানেরাই
তা উত্তরাধিকার-রূপে পেয়েছিল।

৩৩ পরে আরোনের সন্তান এলেয়াজারেরও মৃত্যু হল; আর লোকেরা তাঁকে তাঁর সন্তান ফিনেয়াসের সেই পাহাড়ে
সমাধি দিল, যা এফ্রাইমের পার্বত্য অঞ্চলে ফিনেয়াসকে দেওয়া হয়েছিল।